পণপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামের ওপর একটি সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্র সমীক্ষা

নামঃ ভক্তি মণ্ডল

বিভাগ:- সমাজতত্ত্ব

সেমিস্টার:- ৬ষ্ঠ

পেপার:- DSE 4

ক্রমিক নং:- ১১১৬১১৬-২০০২১৩

রেজিস্ট্রেশান নং:- ১১৬০০৩৭ (২০২০-২০২১)

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়

ঘোষণা পত্র

আমি এত দ্বারা ঘোষনা করছি যে, “পণপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামের ওপর একটি সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্র সমীক্ষা”, শীর্ষকে যে অনুসন্ধানমূলক কাজটি উপস্থাপন করেছি যা সমাজতত্ত্বে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার একটি আংশিক প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করে। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটির কাজ আমি অধ্যাপক ড: হাসিবুল রহমান এর অধীনে সম্পূর্ণ করেছি। সঙ্গে আমি আরোও ঘোষণা করছি যে এই অনুসন্ধান কাজটি সম্পূর্ণ মৌলিক এবং এই কাজটি আমি আংশিক বা সমানভাবে অতীতের কথা উপস্থাপন করিনি এবং ভবিষ্যতেও করবো না।

অধ্যাক্ষকের স্বাক্ষর	শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর
(Signature of Supervisor)	(Sinnature of Candidate)

সূচিপত্র
(CONTENT)

	কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgement)	(I)

অধ্যায় নং	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	১ ভূমিকা (Introduction)	১-৩
	ক) সামাজিক সমস্যা	১
	খ) সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদ	১-২
	গ) পনপ্রথার সংজ্ঞা	২
	ঘ) পনপ্রথার ইতিহাস	৩
	ঙ) পনপ্রথার বৈশিষ্ট্য	৩
	১.১ বিষয় নির্বাচন (Statement of the Problem)	৪
	১.২ পুস্তক পর্যালোচনা (Review of Literature)	৫-৭
	১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study)	৮
	১.৪ গবেষণালব্ধ পদ্ধতি (Research Methodology)	৯-১০
	১.৫ অসুবিধা (Limitations)	১১
দ্বিতীয় অধ্যায়	প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ (Analysis of Data)	১২-২৩
তৃতীয় অধ্যায়	জীবন বৃত্তি (Case-Study)	২৪-৩৩
চতুর্থ অধ্যায়	সারাংশ ও উপসংহার (Substance & Conclusion)	৩৪-৩৫
	পরিশিষ্ট (Appendix)	৩৬-৪১
	সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি (Reference)	৪২

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

(Acknowledgement)

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের স্নাতক ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুসারে উপস্থাপিত এই ক্ষেত্রসমীক্ষা। এই ক্ষুদ্র গবেষণামূলক প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে আমি যাদের কাছ থেকে আন্তরিক উৎসাহ, সহযোগিতা ও নির্দেশনা লাভ করেছি তাদেরকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

আমি সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাই হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ পীযূষ কান্তি ত্রিপাঠি মহাশয়কে । যার অনুমতি ছাড়া আমরা আমাদের ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজটি সম্পূর্ণ করতে পারতাম না। এরপর কৃতজ্ঞতা জানাই সমাজতত্ত্ব বিভাগীয় প্রধান ডঃ হাসিবুল রহমান স্যারকে। যার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে আমরা গবেষণার কাজটি সম্পূর্ণ করেছি। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই সমাজতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষিকা ডঃ অনন্যা চ্যাটার্জী ও মৌতন রায় মহাশয় কে। সমীক্ষা ও গবেষণার কাজে যাদের কাছ থেকে বিশেষ সহযোগিতা পেয়েছি, এবং পরিবারের পিতা মাতা ও পরিবারের সকল সদস্যদের ধন্যবাদ জানাই, যারা এই গবেষণাটি গড়ে তুলতে মনোবল ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। এনাদের প্রত্যেকের সাহায্য ছাড়া এই গবেষণাটি রূপায়িত করা সম্ভব ছিল না।

মুরাদপুর গ্রামের বিবেকানন্দ লোকশিক্ষা আশ্রমের সেই সকল ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞতা জানাই যারা আমাদের থাকা খাওয়া ও নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়াও গ্রামের প্রত্যেক জনসাধারণ যারা আমাদের উত্তর দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে আমার শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ জানাই সেই সকল গ্রন্থ রচয়িতাদের যাদের বই দেখে আমরা আমাদের এই পণপ্রথা নিয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে সফল হয়েছি। ধন্যবাদ জানাই আমার সকল বন্ধু-বান্ধবীদের যারা আমার সঙ্গে থেকে আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে।

তারিখ :

ইতি

ভক্তি মণ্ডল

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Mr. Bhakti Mondal, Semester:- Six, Roll No:- 1116116-200213 has done intersive field work at Muradpur Village, Chandipur, Purba Medinipur under my supervision.

DR. HASIBUL RAHAMAN
Depertment of Sociology
Haldia Govt. College

প্রথম অধ্যায়

১. ভূমিকা (Introduction)ঃ

❖ সামাজিক সমস্যাঃ

সমাজে মানুষ কতকগুলো সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে তাদের যাবতীয় জৈবিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। কিন্তু এ প্রক্রিয়াটি সব সময় সঠিকভাবে কার্যকর থাকে না। কখনো কখনো এমন পরিস্থিতি উদ্ভব ঘটে, যাতে সমাজের একটি বড় অংশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং মানুষ বিপন্ন বোধ করে। সমাজে কোন বিষয়ে এরূপ পরিস্থিতি তৈরি হলে তাকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অর্থাৎ সামাজিক সমস্যা হচ্ছে সমাজের অধিকাংশ মানুষের জন্য ক্ষতিকর, অস্বস্তিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ বিশেষ পরিস্থিতি ।

'হর্টন' ও 'লেসলি' বলেছেন যে "সামাজিক সমস্যা হল এমন এক সামাজিক অবস্থা যা সমাজের অধিকাংশ লোকের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। এবং সংঘবদ্ধভাবে যা মোকাবেলা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়"।

'স্যামুয়েল কোয়েনিগ' বলেছেন যে "সামাজিক সমস্যা হল এমন ধরনের পরিস্থিতি যা সমাজ তার প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা বা কল্যাণের প্রতি হুমকিস্বরুপ এবং যে কারনে এগুলোর লাঘব বা উচ্ছেদের প্রয়োজন হয়"।

❖ সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদঃ

সামাজিক সমস্যা যেমন দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অভিবাসন, অপরাধ, মাদকের অপব্যবহার, শিশু নির্যাতন, নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ, শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধ, বর্ণ, শ্রেণী ও ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য, দুর্নীতি, পারিবারিক ও স্বাস্থ্য সমস্যা, শিক্ষা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশগত সমস্যা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন।

- **সমস্যা উদ্ভবের স্থানের ভিত্তিতে সমস্যা দুই প্রকার , যথা-**
    - শহুরে সামাজিক সমস্যা

- গ্রামীণ সামাজিক সমস্যা

➢ **সমস্যা বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে সামাজিক সমস্যা দুই প্রকার, যথা-**
- **সামাজিক বিশৃঙ্খলা** - সন্ত্রাস যুব অসন্তোষ, শ্রম অসন্তোষ, গৃহসংকট, স্বাস্থ্যহীনতা প্রভৃতি।
- **বিচ্যুতি আচরণ** - পতিতাবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি, দুর্নীতি, অপরাধ, ধর্ষণ, যৌতুক, নারী নির্যাতন, ইত্যাদি।

➢ **সমস্যা উদ্ভবের সময়ের বিচারে সমস্যা তিন প্রকার, যথা-**
- আদিম সমাজের সমস্যা
- কৃষিভিত্তিক সমাজের সমস্যা
- শিল্পভিত্তিক সমাজের সমস্যা

➢ **কারন ভেদে সামাজিক সমস্যা চার প্রকার, যথা-**
- **অর্থনৈতিক কারনে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যা** - দারিদ্র, বেকারত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি।
- **শারীর তাত্ত্বিক বা জৈবিক কারনে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যা** - অক্ষমতা, বিকলাংগতা, প্রতিবন্ধীতা, অটিজম।
- **মনস্তাত্ত্বিক কারনে সৃষ্ট সমস্যা** - স্নায়ুরোগ, মাদকাসক্তি, মেধাহীনতা, আত্মহত্যা প্রবনতা।
- **সাংস্কৃতিক কারনে সৃষ্ট সমস্যা** - বিবাহ বিচ্ছেদ অপরাধ, দাংগা, বর্ণ বিদ্বেষ, কিশোর অপরাধ, অবৈধ মাতৃত্ব প্রভৃতি।

❖ পনপ্রথাঃ

একটি সাধারন পরিবারের বিবাহের সময় যদি ছেলে পক্ষ নিজেদের স্বার্থে ও কল্যাণে মেয়ে পক্ষের কাছ থেকে কিছু উপহার, টাকা, সম্পত্তি ইত্যাদি জোরপূর্বক চেয়ে বসে সেটাই পন বা যৌতুক। নেপালের যৌতুক নিরোধক আইন অনুযায়ী বরপক্ষ বিয়ের পূর্বে বা পরে কনে পক্ষের নিকট বহির্ভূতভাবে যে অর্থ সম্পদ গ্রহন করে তাকে পন বলে।

'Van der veer' **বলেছেন**, "Dowry may be regarded as a compensation to be paid to the bridegroom's kin if the bride is economically non- productive". তিনি আরও বলেছেন, "ভারতবর্ষে পনপ্রথা ও পারিবারিক সম্পদের মধ্যে একটা সহ সম্পর্ক বিদ্যমান"।

❖ পনপ্রথার ইতিহাসঃ

১৯৬১ সালে, ভারত সরকার পনপ্রথা নিষিদ্ধকরন আইন পাস করেন যার ফলে বৈবাহিক ব্যবস্থাগুলিকে যৌতুকের দাবি বেআইনি, তবে কিছু জায়গায় যৌতুক সংক্রান্ত পারিবারিক হিংসা, আত্মহত্যা এবং খুনের ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৮০ এর দশকে এরকম অনেকগুলি মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

১৯৮৫ সালে পনপ্রথা নিষিদ্ধকরন (নববধূ এবং বরের পাওয়া উপহারের তালিকা বজায় রাখা) বিধি প্রনয়ন করা হয়। এই নিয়ম অনুযায়ী, বিবাহের সময় নববধূ এবং বরের পাওয়া উপহারের একটি স্বাক্ষরিত তালিকায় লিপিবদ্ধ রাখা উচিত। তালিকাটিতে প্রতিটি উপহারের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরন, তার আনুমানিক মূল্য, উপহারদাতার নাম, এবং প্রাপকের সাথে তার সম্পর্কের উল্লেখ থাকা উচিত। তবে এই ধরনের নিয়ম গুলি খুব কমই মেনে চলা হয়।

১৯৯৭ সালের এক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে যে, প্রতিবছর ভারতে যৌতুক সংক্রান্ত কারনে কমপক্ষে ৫,০০০ নারীর মৃত্যু হয় এবং প্রতিদিন কিছু সংখ্যক মহিলার 'রান্নাঘরের আগুনে' মৃত্যু হয় যা খুব সম্ভবত ষড়যন্ত্র মূলক। বধূর অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর এই সব ঘটনা ভারতেই সমালোচিত হয়। শহুরে শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে, যৌতুকের দাবিতে নির্যাতন উল্লেখযোগ্যভাবে কমছে।

❖ পনপ্রথার বৈশিষ্ট্যঃ

পনপ্রথার বৈশিষ্ট্য গুলি হল-

১. এই প্রথা থেকে বাঁচতে বা যাতে তাদের কন্যা সন্তানদের জমির পরিমান না দিতে হয় সেই জন্যে মহিলাদের উপর বিশেষ মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করা হয় কন্যা সন্তান না নেওয়ার জন্য।

২. পন প্রথার ফলে Sex Ratio ক্রমশ বাড়তেই থাকে। পুত্র কন্যা এটার অনুপাতের বিঘ্ন ঘটে। ভারতে কন্যা সন্তানের তুলনায় পুত্র সন্তান ৬০ মিলিয়ন অধিক, তার অন্যতম কারন হল পনপ্রথা।

৩. এই পন প্রথার জন্য বর্তমানে বিবাহ বাবস্থা টা অনেক টা ব্যবসায় পরিনত হয়েছে। অধিক সম্পতির মালিকানায় কন্যা সন্তানের বিবাহ হতে সময় না লাগলেও গরিবের সন্তানের যথেষ্ট কষ্ট হয়।

১.১ বিষয় নির্বাচন (Statement of the problem)ঃ

আমি সামাজিক সমস্যা হিসাবে পনপ্রথা কে আমার গবেষণার বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছি, কারন আমাদের দেশে ৭২% মানুষ শিক্ষিত এবং ২৮% মানুষ অশিক্ষিত। যেহেতু আমাদের দেশে শিক্ষিতের পরিমান বেশি তাই এই ধরনের কুসংস্কার গুলো থাকা উচিত নয়। ভারতবর্ষের মতো শিক্ষিত দেশে পনপ্রথা থাকা উচিত নয়। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে পন প্রথার জন্যে সবথেকে বেশি বলি হয় রাজস্থানে, উত্তর প্রদেশে ও হরিয়ানায়। যেহেতু ছেলে মেয়ে সমান এবং দুজনেরই সমান অধিকার তাও বিয়ের সময় পন দেওয়া নেওয়া এখনো ও চালু আছে। পন দেওয়া ও নেওয়া টা উচিত নয়। কেন বা কী কারনে এই পন দেওয়া নেওয়া হয় এই কারনটা বোঝার জন্য আমাকে এই বিষয়টি নির্বাচন করতে সাহায্য করেছে। এটি একটি সামাজিক সমস্যা তাই আমি পনপ্রথা কে সামাজিক সমস্যা হিসেবে আমার গবেষণায় বেছে নিয়েছি।

১.৩ পুস্তক পর্যালোচনা (Review of Literature)ঃ

পণপ্রথা বিষয়টির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যে সকল গবেষণা ভিত্তিক প্রবন্ধ এবং পুস্তক রয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরন এখানে তুলে ধরা হল-

১) সুব্রত সেন "সতীপ্রথা ও পণপ্রথা" নামক পুস্তকটিতে উৎস, বিবর্তন ও পনপ্রথার আইন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা তার ছোটো গল্প 'দেনা পাওনা' তে পণপ্রথা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে। এই গল্পটিতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পনপ্রথার করুন চিত্র তুলে ধরেছেন যেখানে তিনি দেখিয়েছেন নিরুপমা নামক একটি গরিবের মেয়ে পনপ্রথার দরুন তার জীবন অচীরে ধ্বংস হয়েছে। এই নিরুপমা হল এই গল্পের মূল নায়িকা।

৩) 'সামাজিক সমস্যা' নামক বইটি লিখেছেন, 'অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরি' তিনি এই বইটিতে পনপ্রথা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

বর্তমান সমাজের পরিচিত নাম পনপ্রথা, এটি ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে বিবাহ নামে সামাজিক প্রক্রিয়াটির সাথে। মনুষ্য সমাজে এটি প্রবর্তিত হয়েছিল মানুষের যৌন জীবনকে নিয়ন্ত্রণের জন্য। এটি আবার পারিবার নামক প্রতিষ্ঠানটির সাথে খুব নিবীড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত, এককথায় বলা যায় পরিবার ও বিবাহ একে অপরের পরিপূরক। এই বিবাহ প্রক্রিয়া বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বিবাহের উদ্দেশ্য, কার্যকারিতা ও গঠন সমাজ ভেদে পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু একটি প্রক্রিয়া হিসাবে বিবাহের উপস্থিতি সর্বত্র। আর এই বিবাহ নামটির আগমণের সাথে সাথে পনপ্রথা বা যৌতুক শব্দটির আগমন ঘটে। এই পনপ্রথার সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই তবুও দেখা যায় কন্যার পিতামাতা প্রচুর পরিমাণ পনদান করে। এর কারণ হিসাবে সমাজ বিজ্ঞানীগন মনে করেন যে, কন্যার জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে এই ধরণের সম্পত্তি দান করেন। উদাহরণ হিসাবে রাজপুত সম্প্রদায়ের কথা বলা যায়, যারা বিবাহের পর পনস্বরূপ বহু পরিমাণ যৌতুক দান করেন। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অংশে এই ধরণের পনদান ও গ্রহণ আইন স্বীকৃত না হলেও সমাজ স্বীকৃতি ও বহুল প্রচলিত। শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মের নয় খ্রিস্টানদের মধ্যেও এই প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ ভারতে কেরালায় মর্যাদা প্রকাশের লক্ষ্যে খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ বিবাহে পন দান করে। (Ahuja, Mukhesh, 1996)

পনপ্রথা আমাদের সমাজের একটি অন্ধকার দিককে চিহ্নিত করে। বর্তমানে বহু শিক্ষিত পরিবারেও এই প্রথার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। নারীদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে এই পনপ্রথা, আমরা যদি আমাদের সমাজ থেকে কিছুটা বেরিয়ে বাহিরাগত সমাজের দিকে চোখ রাখি তাহলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন কোন সমাজে দেখতে পাবো যে যেখানে পানপ্রথার অস্তিত্বই নেই। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে পৌঁছে ও আমরা অন্যান্য দেশ থেকে কতটা পিছিয়ে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদির দিকে আমরা দিনের পর দিন উন্নতি করলেও আমাদের চিন্তাভাবনার কোনো বিশেষ উন্নতি হয়নি। এই দিকে একজন প্রাচীন মানবের সাথে আমাদের কোন পার্থক্য নেই। (G. R. Madan, 1933)

পনপ্রথার লেনদেন আমাদের সমাজে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করেছে যে অনেকে মনে করে পাত্রের যোগ্যতা ও মর্যাদার মাপকাঠি। কে কতটা পন পেল সেটাই যেন অনেকের দৃষ্টিতে পাত্রের যোগ্যতা ও মর্যাদার নির্ণায়ক। এই কারণেই আমাদের সমাজে বিয়ে নামক সামাজিক পক্রিয়াটি বর্তমানে একটি বিনিময় প্রথায় রূপান্তরিত হয়েছে। আমরা প্রচলিত কথায় বলে থাকি যে বিবাহ হল কমবেশি স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যকার দ্বৈত সম্পর্ক যা মানুষের বংশ বিস্তার বা সন্তান গ্রহনের পরেও বজায় থাকে। কিন্তু এর বাস্তব রূপ কি এটাই? যাইহোক বিবাহ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে পানপ্রথার প্রসঙ্গটি আলোচনা পূর্বে ইতিহাস ও নৃবিজ্ঞানের ধারায় চোখ ফেরালে দেখা যায় প্রাচীনকালে পনপ্রথা বা উপহার দানপ্রথা আদিম অর্থনীতির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। যে সময় কোন বাড়িতে অতিথি এলে তাকে যৌতুক দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল, তখন বিভিন্ন সমাজে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সন্ধি কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে রাজত্ব দানের রীতি চালুছিল। প্রাগ ঐতিহাসিক যুগে ভারতীয় সমাজের রত্নালংকার দাসদাসী, গরু, মহিষ, হাতি, প্রকৃতি যৌতুক দেওয়ার প্রথা ছিল। দীনেশ চন্দ সেন কর্তৃক সংগৃহীত ময়মন সিংহ গীতিকা, দেওয়াল, মদিনা এবং পুঁথিসাহিত্যে তার প্রমান মেলে। (Ram Ahuja, 1996)

Ram Ahuja তাঁর "Social problem in India" নামক গ্রন্থে “Dowry death" সম্পর্কে বলেছেন“, Dowry death either by way of Suicide by a harassed wife or murder by the greedy husband and law have indeed become a cause of great concern for parents. Legislators, police, courts and society as a whole”.

FALSE CASES OF DOWRY & SEXUAL HARASSMENT							
False Dowry Harassment Cases				**False Sexual Harassment Cases**			
State	**2011**	**2012**	**2013**	**State**	**2011**	**2012**	**2013**
Rajasthan	5,594	6,241	6,615	Andhra Pradesh	288	228	324
Andhra Pradesh	1,745	1,049	1,157	Haryana	17	16	31
Haryana	685	834	982	Kerala	18	16	11
Assam	655	376	83	Maharashtra	15	7	22
Bihar	141	570	695	Odisha	8	15	19
All India	**10,193**	**10,235**	**10,864**	All India	**386**	**339**	**482**
Total Cases Investigated	92,610	1,03,848	1,12,058		8,420	8,601	11,869

Source- NCRB

অর্থাৎ, এই পনপ্রথা হলো নারী হত্যার অন্যতম পথস্বরূপ। এই পনপ্রথার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মধ্যবিও পরিবারের মহিলারা এই প্রন্থা সংক্রান্ত যন্ত্রণায় বেশি ভুগছে, নিম্নবিত্ত পরিবারের মহিলাদের থেকে। অন্যথায় এই পনপ্রথার স্বীকার হয়ে থাকে এরকম মহিলাদের প্রায় ৭০ শতাংশ মহিলারা, যাদের বয়স হয় ২১-২৪ বছর। তারা শারিরীক ও মানসিক কোনো ভাবেই সাবলম্বী নয়। এই মহিলারা যারা পনপ্রথায় বলি হয়ে থাকে তারা তাদের মৃত্যুর আগে বহু অমানবিক অত্যাচারের স্বীকার হয়ে থাকে। যেমন গায়ে আগুন দেওয়া, খেতে না দেওয়া ইত্যাদি। অবশেষে বলতে পারি এই পনপ্রথায় বলি মহিলাদের পরিবার তাদের মৃত্যুর জন্য বহুলাংশে দায়ী। (Ram Ahuja, 1997)

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study)ঃ

গবেষণার উদ্দেশ্য গুলি হল-

১. আমি এই গবেষণার মধ্যে জানতে চাইছি গ্রামের মানুষ পনপ্রথা বলতে কি বোঝেন।
২. গ্রাম্য লোকেদের কাছে পনপ্রথার সংজ্ঞাটি কিরকম।
৩. গ্রাম্য সমাজে পনপ্রথা এখনো চালু আছে কিনা।
৪. গ্রাম্য সমাজে পনপ্রথা চালু থাকলে কারো কোনো ত্রুটি।
৫. এবং এই পনপ্রথার ফলে সমাজে কি ধরনের কু-প্রভাব আছে।
৬. এই সমাজে কিভাবে পনপ্রথার প্রভাব ফেলেছে।
৭. পনপ্রথার জন্য কারা দায়ী ?
৮. পনপ্রথা সমাজে জলন্ত বিষয় হিসাবে দেখা হয় কিনা ?
৯. পন দিলে মেয়েরা বেশি মর্যাদা পায় কিনা ?

১.৪ গবেষণালব্ধ পদ্ধতি (Research Methodology)ঃ

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুযায়ী সাম্যানিক সমাজতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র ও ছাত্রীদের একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে হয়। ক্ষেত্র সমীক্ষা করার জন্য আমাদেরকে একটি ক্ষেত্র বা গ্রাম নির্বাচন করতে হয়। এই গ্রাম নির্বাচনের বিষয়টি সাধারণত আমাদের বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা বিন্দগন করে থাকেন, বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক বিষয় গুলিকে মাথায় রেখে। এবছর ও ব্যাতিক্রম হয়নি।

ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজটি শুরু করার পূর্বে আমাদের বিভাগের অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকা বিন্দগন সমস্ত বিধি সম্মত উপায়ে সঠিক স্থান নির্বাচনের পূর্বে সংলগ্ন স্থানটিতে পরিদর্শণ করে এবং সকল সমাজতাত্ত্বিক দিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা গুলোকে মাথায় রেখে। এবছর অর্থাৎ, 2023 সালে 'পূর্ব মেদনীপুর জেলার চণ্ডীপুর ব্লকের অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামটিতে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সার্বিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। অর্থাৎ এক কথায় আমাদের বিভাগে সকল অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকা বিন্দগণ উল্লেখিত অঞ্চলটি মূল অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শুরু করার পূর্বে পাইলট সার্ভে করেছেন।

মুরাদপুর গ্রামে আমাদের সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার কাজটিকে ত্বরান্বিত করার জন্য যে ধরনের পূর্ব পরিকল্পণা করা দরকার এবং যে সকল আসবাবপত্র সঙ্গে নিয়ে যাওয়া দরকার এবং কোন সময় ও কোথা থেকে আমরা মুরাদপুর গ্রামের দিকে রওনা হবো সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে জ্ঞান হওয়ার জন্য বিভাগীয় অধ্যাপক ও অধ্যাপীকা বিন্দগণ একটি অনলাইন মিটিং এর আয়োজন করেছিল।

এই মিটিংয়ে আমাদের অধ্যাপক ও অধ্যাপীকারা নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ক্ষেত্রসমীক্ষার অঞ্চটিতে কীভাবে এবং কীধরণের আচরন আমরা উত্তরদাতাদের সাথে করবো। শুধু তাই নয় গবেষণালব্ধ প্রবন্ধটির কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology) সম্পর্কে আমাদের বিষদে যানানো হয়েছিল।

এরপর ২০২৩ সালে এই ১১ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯.৩০ মিনিট নাগাদ আমরা সবাই বাসে করে ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজ করার জন্য মুরাদপুর গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হই। অবশেষে সেখানে আমরা দুপুর ১২ নাগাদ পৌঁছাই। মুরাদপুর গ্রামে এসে পৌঁছানোর পর দুপুরের খাওয়া দাওয়া করে যে যার রুমে চলে যাই।

এই গবেষনালব্ধ প্রবন্ধটি মূলত দুই ধরণের তথ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। এই দুই ধরণের তথ্য হল প্রাথমিক তথ্য (Primary Deta) এবং গৌণ তথ্য (Secondary Deta) এই গবেষণালব্ধ প্রবন্ধটির কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য আমরা

মুরাদপুর গ্রামে একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের আবাষিক রুমে ১১-১৪ তারিখ পর্যন্ত থেকে যাকতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি।

পনপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি শীর্ষক বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আমরা যে সকল সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছি সেগুলি হল প্রশ্নমালা (Questionnaire), তালিকা (Schedule), পর্যবেক্ষণ (Observation), জীবনবৃত্তি (Case-Study) এবং সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (Interview Method), এছাড়াও আমরা জীবনবৃত্তি সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে নমুনাচয়ন (Sampling) নামক সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিটির সাহায্য নিয়েছি। সমাজতত্ত্বের ছাত্র বা ছাত্রী হিসাবে আমরা সবাই জানি নমুনাচয়নের অনেক ভাগ রয়েছে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য এক্ষেত্রে আমরা উদ্দেশ্যমূলক নমুণাচয়ন পদ্ধতিটি আমরা ব্যবহার করেছি। আবার প্রক্ষান্তরে আমরা এটাও জানি যে পর্যবেক্ষণ পক্রিয়ার অনেক ভাগ রয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা অংশগ্রহণ কারী পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিটি ব্যবহার করেছি।

এছাড়াও এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটির কাজ সম্পূর্ণ করবার জন্য আমরা গৌণ তথ্যের সাহায্য নিয়েছি। গৌণ তথ্য সংগ্রহ করার উৎস গুলি হল- বিভিন্ন পুস্তক পুস্তিকা, জার্নাল, পেপার পত্রিকা, মেগাজিন, লাইব্রেরী, বিভিন্ন বক্তৃতা, Internet Website, YouTube এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ ইত্যাদি।

সুতরাং, এক কথায় এই গবেষণালব্ধ প্রবন্ধটির সম্পূর্ণরূপ দেওয়ার জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব উত্তরদাতা ছাড়াও অন্যান্য Lay man দের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

১.৫ অসুবিধা (Limitations)ঃ

গবেষণাটির নমুনা হিসেবে আমরা চণ্ডীপুর জেলার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামের মানুষদের বেছে নিয়েছি। এই গবেষণাটি করতে গিয়ে আমাদের নানা ধরনের সমস্যার বা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রথমত আমাদের এই সমীক্ষাটি সম্পন্ন করতে গিয়ে আমাদের নিজেদের অনেক অর্থ ব্যয় হয়েছে। যেমন- যাতায়াতের ক্ষেত্রে, খাওয়া দাওয়া, এছাড়াও নানা দিকে নানা ভাবে অর্থ ব্যয় হয়েছে। উত্তরদাতাদের এক জায়গায় পাওয়া যায়নি যার ফলে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে উত্তরগুলি সংগ্রহ করতে হয়েছে। কিছু কিছু ব্যক্তি যেমন ভালো ব্যবহার করেছেন এবং প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছেন আবার কিছু ব্যক্তি খুব খারাপ ব্যবহার ও করেছেন। আমাদের কোনো উত্তর দিতে চাননি। অনেক ব্যক্তি নিজেদের ইচ্ছা অনিচ্ছা, ব্যক্তিগত মতামত দিতে চাইছেন না। এছাড়াও তারা নিজেদের অনেক তথ্য গোপন রাখতে চেয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে অত্যাধিক উত্তেজনার কারনে উত্তরদাতা মানসিক স্থিয়তা হারিয়ে আবেগের বসে বেশি কথা বলতে গিয়ে মূল বিষয় থেকে দূরে সরে নিজেদের পারিবারিক সমস্যার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন। এছাড়াও অনেক উত্তরদাতা ভয় পেয়ে আমাদের তথ্য সংগ্রহ করেছেন। যেমন- "আমরা কোথা থেকে এসেছি? কেন এসেছি? আমাদের কোন Id Prouf আছে কিনা? ইত্যাদি"। এছাড়াও আরো অনেক নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এবং উত্তর সংগ্রহে অনেক অসুবিধা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

❖ প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ (Analysis of Data)ঃ

ভূমিকাঃ

মুরাদপুর গ্রামটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুর মহকুমার মধ্যে অবস্থিত। তমলুক এবং চণ্ডীপুর যথাক্রমে মুরাদপুর গ্রামের জেলা ও উপ-জেলা সদর। 2009 সালের পরিসংখ্যান অনুসারে, দিবাকরপুর হল মুরাদপুর গ্রামের গ্রাম পঞ্চায়েত।

সমস্ত বড় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য তমলুক মুরাদপুরের নিকটতম শহর, যা প্রায় 10 কিমি দূরে। মুরাদপুর এর নিকটতম বাসস্ট্যান্ড চণ্ডীপুর যার দূরত্ব ১ কিমি। এবং নিকটবর্তী রেল স্টেশন এর দূরত্ব হল ৪.৮৩ কিমি। এই গ্রামটিতে একটি মাত্র স্কুল আছে যার নাম বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ (উঃ মা) এবং একটি আশ্রম রয়েছে যার নাম বিবেকানন্দ লোকশিক্ষা মন্দির।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুর মহকুমার মধ্যে অবস্থিত মুরাদপুর গ্রামটি থেকে ১১.২.২৩ থেকে ১৪.২.২৩ তারিখ পর্যন্ত পনপ্রথা বিষয়ে যে তথ্য গুলি সংগ্রহ করেছি এবার এই তথ্যগুলির বিশ্লেষণ নিম্নলিখিত আলোচনা হল-

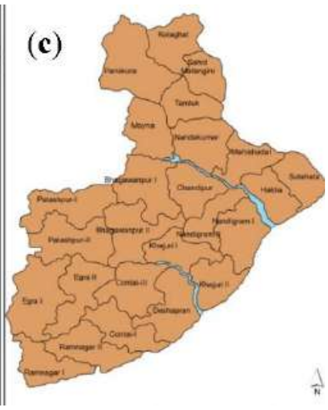

ভারত **পশ্চিমবঙ্গ** **পূর্ব মেদিনীপুর** **মুরাদপুর**

➢ সারণী -১ : উত্তরদাতার সংখ্যা ও মোট জনসংখ্যা

উত্তরদাতার সংখ্যা	মোট জনসংখ্যা
১১০	৫৫৭

সূত্র :- ক্ষেত্র সমীক্ষা

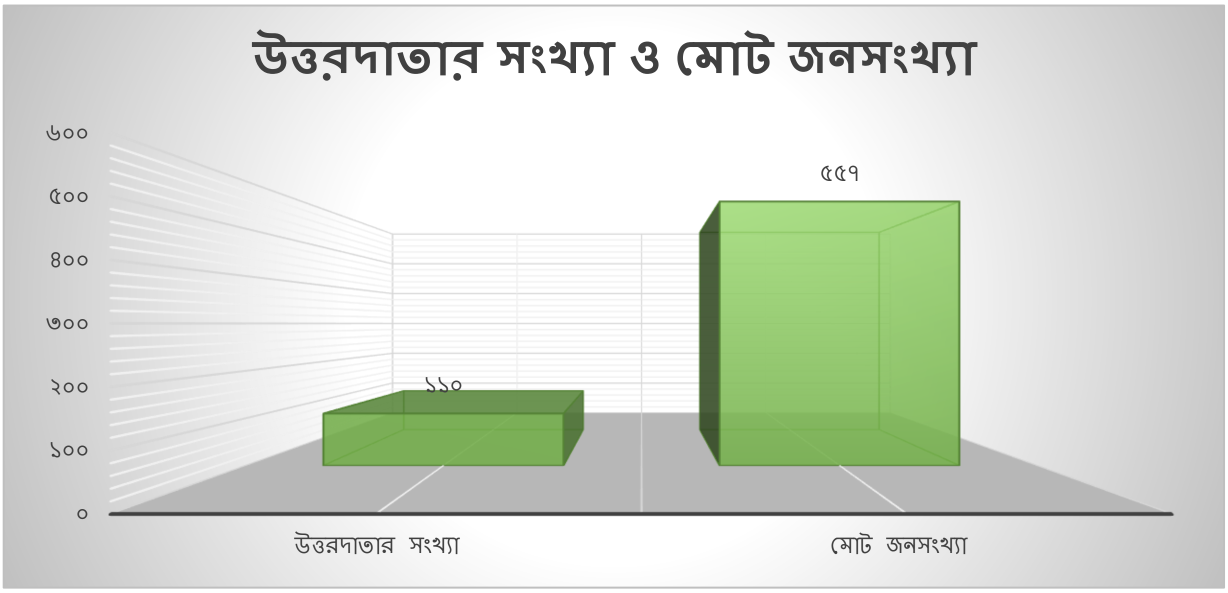

উপরোক্ত সারণী থেকে যে চিত্র পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ১১০ জন। ও গ্রামের মোট জনসংখ্যা হল ৫৫৭ জন। ৫৫৭ জন জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষ মহিলা ও শিশু জনসংখ্যা রয়েছে।

➢ সারণী – ২ : উত্তরদাতার বয়স

উত্তরদাতার বয়স	১৫-২৫	২৬-৩৬	৩৭-৪৭	৪৮-৫৮	৫৯+	মোট
জনসংখ্যা	১৫	২৯	৩৬	২৫	১৫	১১০
শতাংশ	১৩.৬৩%	১৯.০৯%	৩০.৯০%	২২.৭২%	১৩.৬৩%	১০০%

সূত্র :- ক্ষেত্র সমীক্ষা

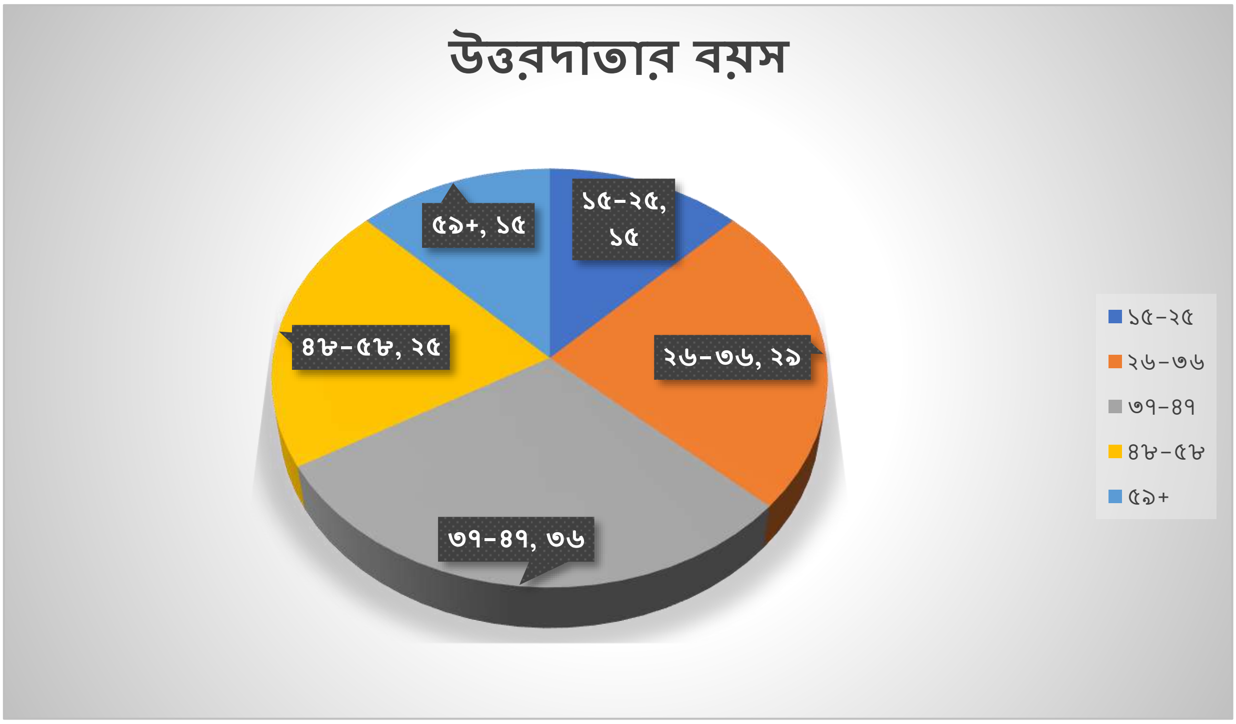

উপরোক্ত সারণী থেকে যে চিত্র পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মোট ১১০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১৫-২৫ বছরের মধ্যে যাদের বয়স তার সংখ্যা ১৫ জন যা মোটের ১৩.৬৩%। ২৬-৩৬ বছরের মধ্যে যাদের বয়স তার সংখ্যা ২১ জন যা মোটের ১৯.০৯%। ৩৭-৪৭ বছরের মধ্যে যাদের বয়স তার সংখ্যা ৩৪ জন যা মোটের ৩০.৯০%। ৪৮-৫৮ বছরের মধ্যে যাদের বয়স তার সংখ্যা ২৫ জন যা মোটের ২২.৭২%। ৫৯+ বছরের ওপর যাদের বয়স তার সংখ্যা ১৫ জন যা মোটের ১৩.৬৩%। অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যাচ্ছে ৩৭-৪৭ বছরের মধ্যে যাদের বয়স তাদের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে বেশি।

➢ সারণী – ৩ : উত্তরদাতার জাতি

জাতি	জনসংখ্যা	শতাংশ
SC	৫	৪.৫৪%
ST	৪	৩.৬৩%
OBC	২	১.৮১%
GENERAL	৯৯	৯০%
মোট	১১০	১০০%

সূত্র :- ক্ষেত্র সমীক্ষা

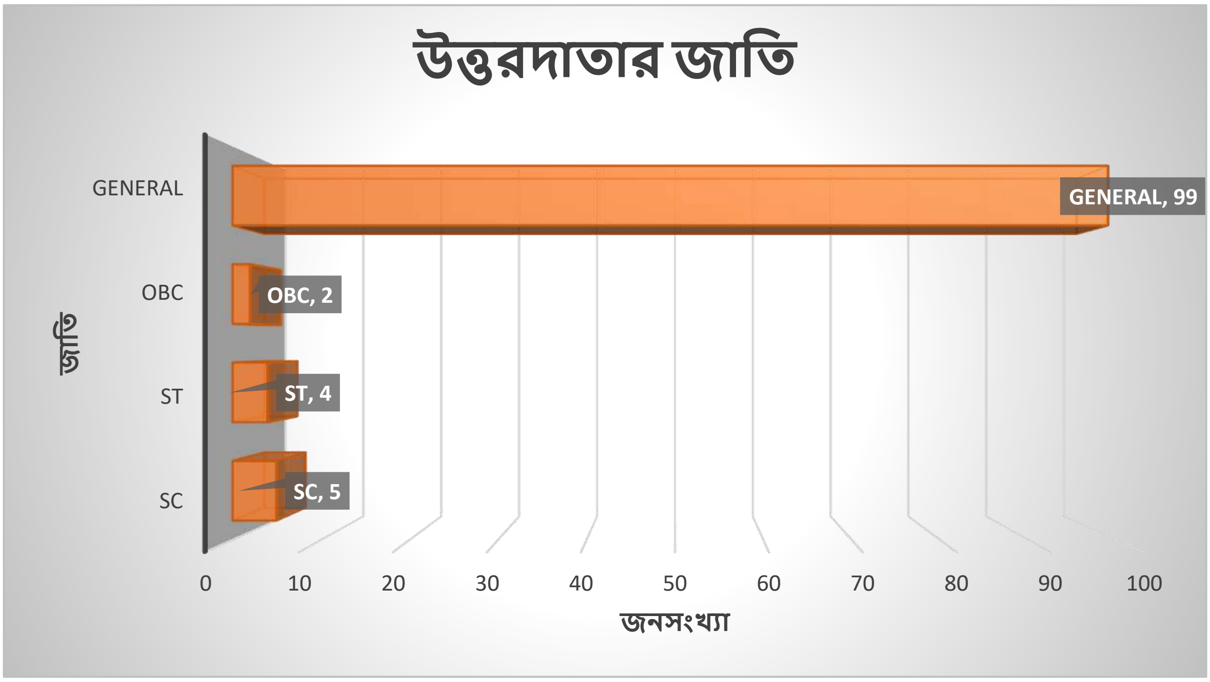

উপরোক্ত সারণী থেকে যে চিত্র পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মোট ১১০ জন উত্তারদাতার মধ্যে SC জাতির মধ্যে রয়েছে ৫ টি পরিবার যা মোটের ৪.৫৪%। ST জাতির মধ্যে রয়েছে ৪ টি পরিবার যা মোটের ৩.৬৩%। OBC জাতির মধ্যে রয়েছে ২ টি পরিবার যা মোটের ১.৮১%। GENERAL জাতির মধ্যে রয়েছে ৯৯ টি পরিবার যা মোটের ৯০%, অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যাচ্ছে গ্রামের বেশিরভাগ GENERAL জাতির মানুষ তুলনামুলকভাবে বেশি।

➢ সারণী – ৪ : উত্তরদাতার ধর্ম

ধর্ম	জনসংখ্যা	শতাংশ
হিন্দু	১০০	৯০%
মুসলিম	১০	৯.০৯%
মোট	১১০	১০০

সূত্র :- ক্ষেত্র সমীক্ষা

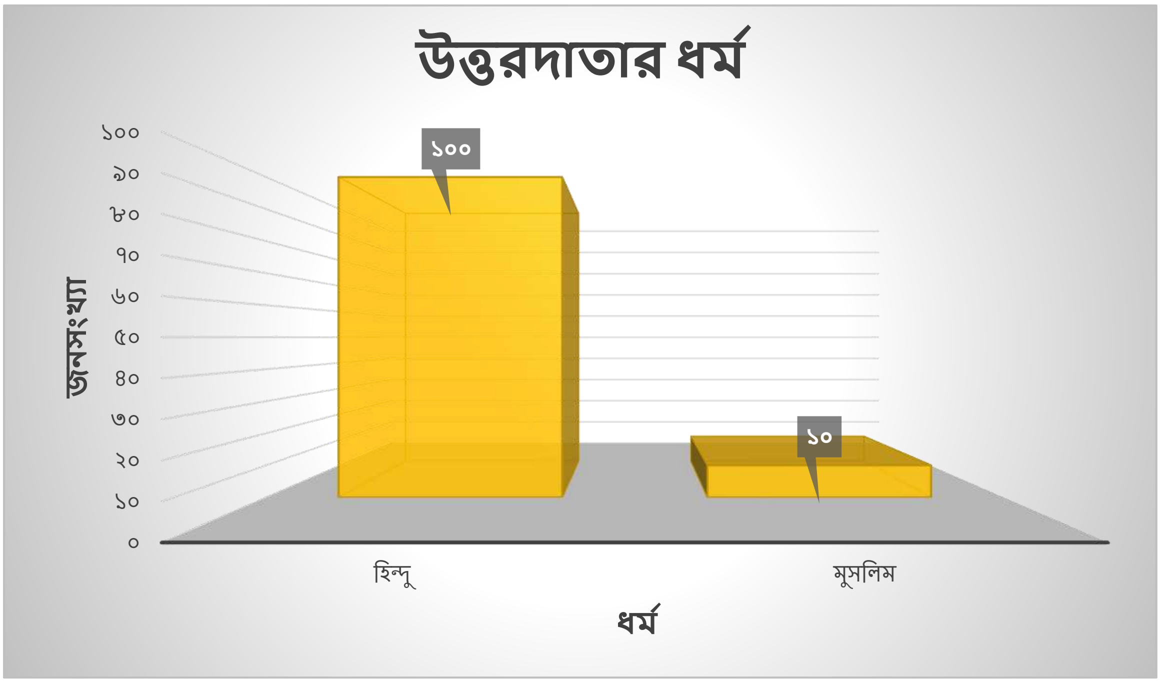

উপরোক্ত সারণী থেকে যে চিত্র পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মোট ১১০ জন উত্তরদাতার মধ্যে হিন্দু ধর্মের মধ্যে রয়েছে ১০০ টি পরিবার যা মোটের ৯০%। মুসলিম ধর্মের মধ্যে রয়েছে ১০ টি পরিবার যা মোটের ৯.০৯%। অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যাচ্ছে গ্রামে বেশিরভাগ হিন্দু ধর্মের মানুষ তুলনামূলক ভাবে বেশি।

➢ সারণী – ৫ : উত্তরদাতার পেশা

পেশা	জনসংখ্যা	শতাংশ
চাকুরি	১৫	১৩.৬৩%
কৃষিকাজ	৪২	৩৮.১৮%
দিন মজুর	২০	১৮.১৮%
ব্যবসা	১৬	১৪.৫৪%
অন্যান্য	১৭	১৫.৪৫%
মোট	১১০	১০০%

সূত্র :- ক্ষেত্র সমীক্ষা

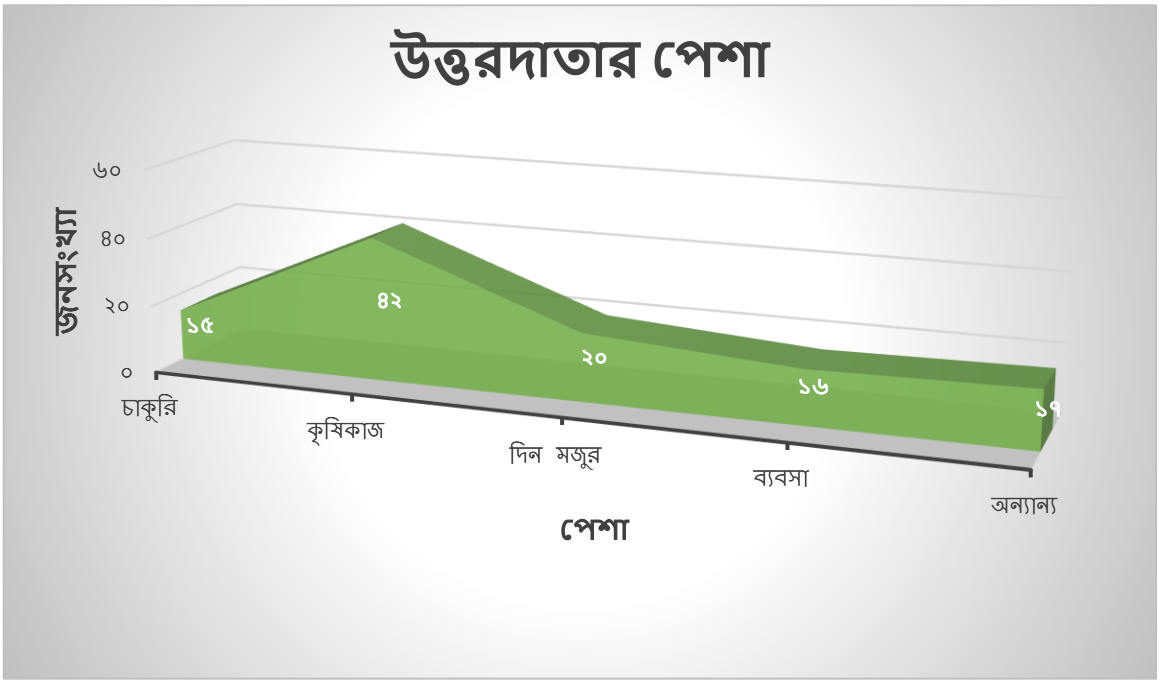

উপরোক্ত সারণী থেকে যে চিত্র পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মোট ১১০ জন উত্তরদাতার মধ্যে চাকুরির সাথে যুক্ত ১৫ জন যা মোটের ১৩.৬৩% কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ৪২ জন যা মোটের ৩৮.১৮%। দিনমজুরের সঙ্গে যুক্ত ২০ জন যা মোটের ১৮.১৮%। ব্যবসা সাথে যুক্ত ১৬ জন যা মোটের ১৪.৫৪%। অনন্যা পেশার সাথে যুক্ত ১৭ জন যা মোটের ১৫.৪৫%। অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যাচ্ছে গ্রামে কৃষিকাজের সাথে যুক্ত উত্তরদাতার সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে বেশি।

➢ সারণী - ৬ : উত্তরদাতার উপার্জন

উপার্জন	৪০,০০০ নীচে	৪০,০০০-৬০,০০০	৬১,০০০-৮১,০০০	৮২,০০০-১,০০,০০০	১,০০,০০০ এর ওপরে	মোট
জনসংখ্যা	২৩	২৮	৭	২৭	২৫	১১০
শতাংশ	২০.৯০%	২৫.৪৫%	৬.৩৬%	২৪.৫৪%	২২.৭২%	১০০%

সূত্র :- ক্ষেত্র সমীক্ষা

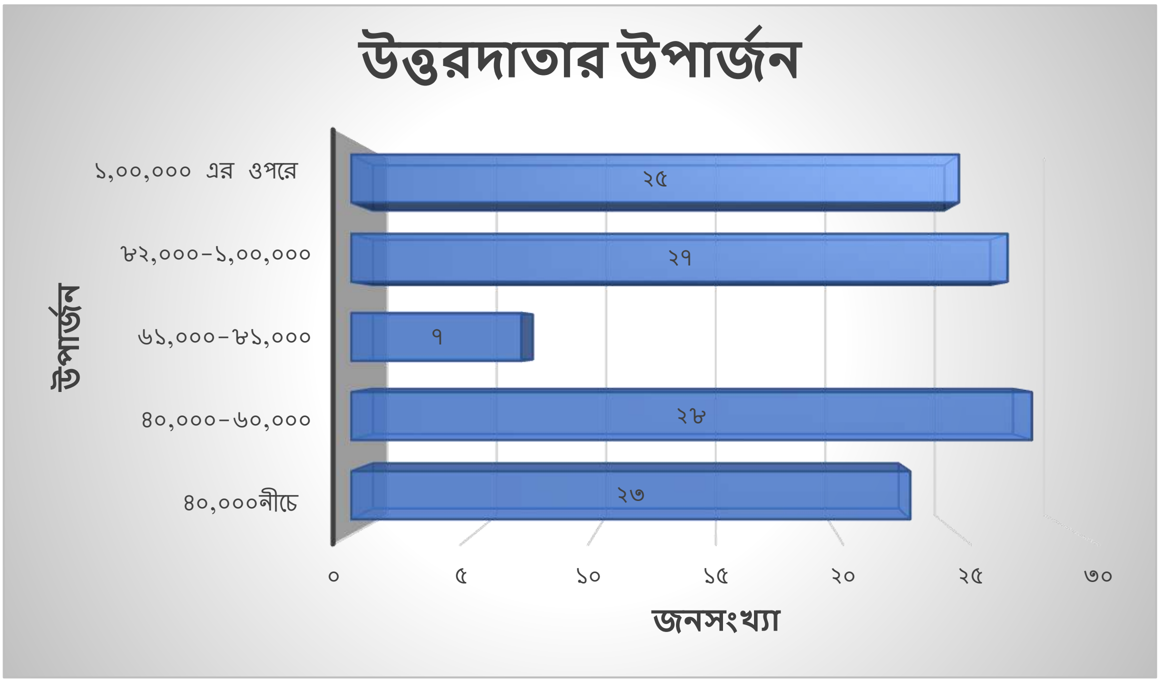

উপরোক্ত সারণী থেকে যে চিত্র পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মোট ১১০ জন উত্তরদাতার মধ্যে বছরে ৪০,০০০ টাকার নীচে উপার্জন করে ২৩ জন যা মোটের ২০.৯০%। ৪১,০০০-৬০,০০০ টাকা উপার্জন করে ২৮ জন যা মোটের ২৫.৪৫%। ৬১,০০০-৮১,০০০ টাকা উপার্জন করে ৭ জন যা মোটের ৬.৩৬%। ৮২,০০০-১,০০,০০০ টাকা উপার্জন করে ২৭ জন যা মোটের ২৪.৫৪%। ১,০০,০০০ টাকার ওপরে উপার্জন করে ২৫ জন যা মোটের ২২.৭২%। অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মুরাদপুর গ্রামে ৪১,০০০৬০,০০০ টাকা বার্ষিক উপার্জন করে এমন উত্তরদাতাদের সংখ্যাই তুলনামূলক বেশি।

➢ সারণী - ৭ : উত্তরদাতার বাড়ির ধরন

বাড়ির ধরণ	সংখ্যা	শতাংশ
কাঁচা	৩৬	৩২.৭২%
পাকা	৭০	৬৩.৬৩%
সেমিপাকা	৪	৩.৬৩%
মোট	১১০	১০০%

সূত্র :- ক্ষেত্র সমীক্ষা

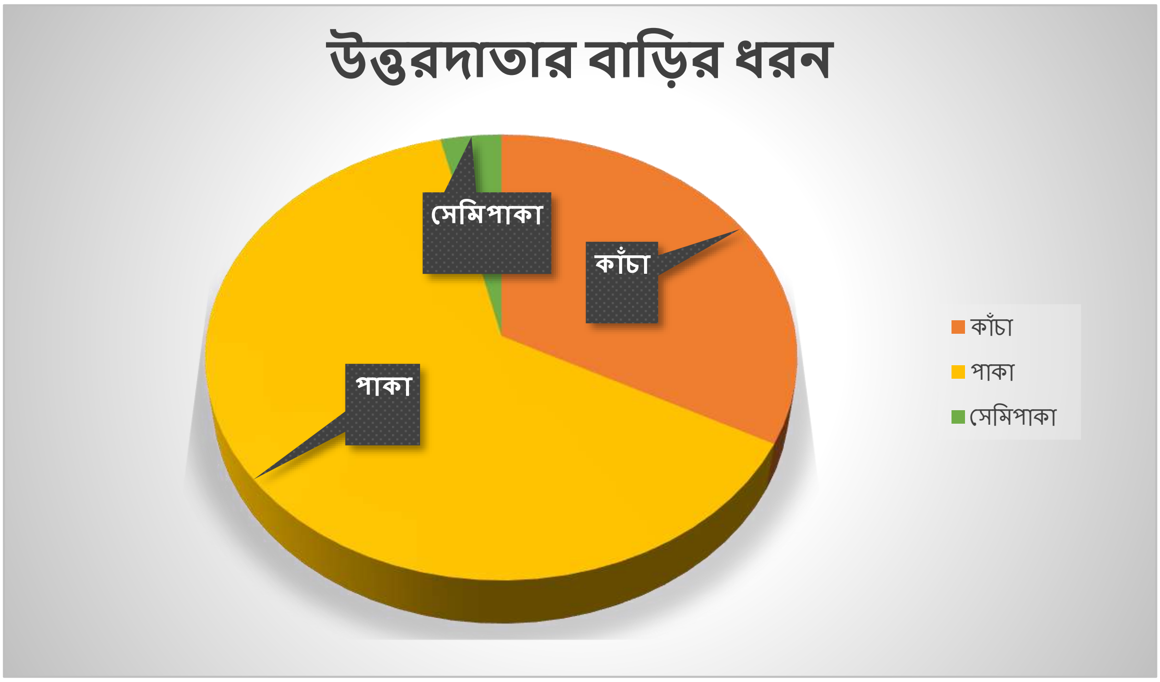

উপরোক্ত সারণী থেকে যে চিত্র পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মোট ১১০ জন উত্তরদাতার মধ্যে কাঁচা বাড়ি রয়েছে ৩৬ টি যা মোটের ৩২.৭২%। পাকা বাড়ি রয়েছে ৭০ টি যা মোটের ৬৩.৬৩%। সেমিপাকা বাড়ি রয়েছে ৪ টি যা মোটের ৩.৬৩%। অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যাচ্ছে গ্রামে পাকা বাড়ির সংখ্যা তুলনামূলক বেশি।

➢ সারণী - ৮ : উত্তরদাতার পরিবারের ধরণ

পরিবারের ধরণ	সংখ্যা	শতাংশ
একক	৬৫	৫৯.০৯%
যৌথ	৪৫	৪০.৯০%
মোট	১১০	১০০%

সূত্র :- ক্ষেত্র সমীক্ষা

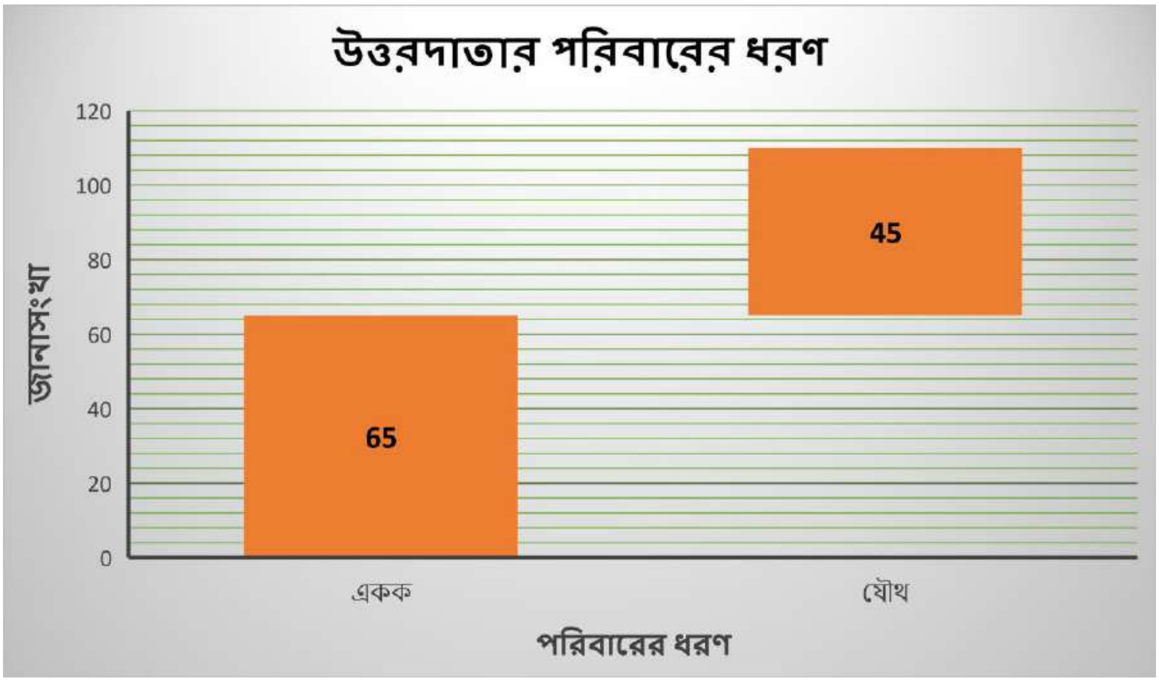

উপরোক্ত সারণী থেকে যে চিত্র পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মোট ১১০জন উত্তরদাতার মধ্যে একক পরিবার রয়েছে ৬৫ টি পরিবার যা মোটের ৫৯.০৯%। যৌথ পরিবার রয়েছে ৪৫ টি পরিবার যা মোটের ৪০.৯০%। অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যাচ্ছে গ্রামে পাকা বাড়ির সংখ্যা তুলনামূলক বেশি।

➢ সারণী – ৯ : উত্তরদাতার শিক্ষা

উত্তরদাতার শিক্ষা	Literature	I-V	VI-X	X-XII	BA+	মোট
সংখ্যা	১১	৩০	৪৫	১৫	৯	১১০
শতাংশ	১০%	২৭.২৭%	৪০.৯০%	১৩.৬৩%	৮.১৮%	১০০%

সূত্র :- ক্ষেত্র সমীক্ষা

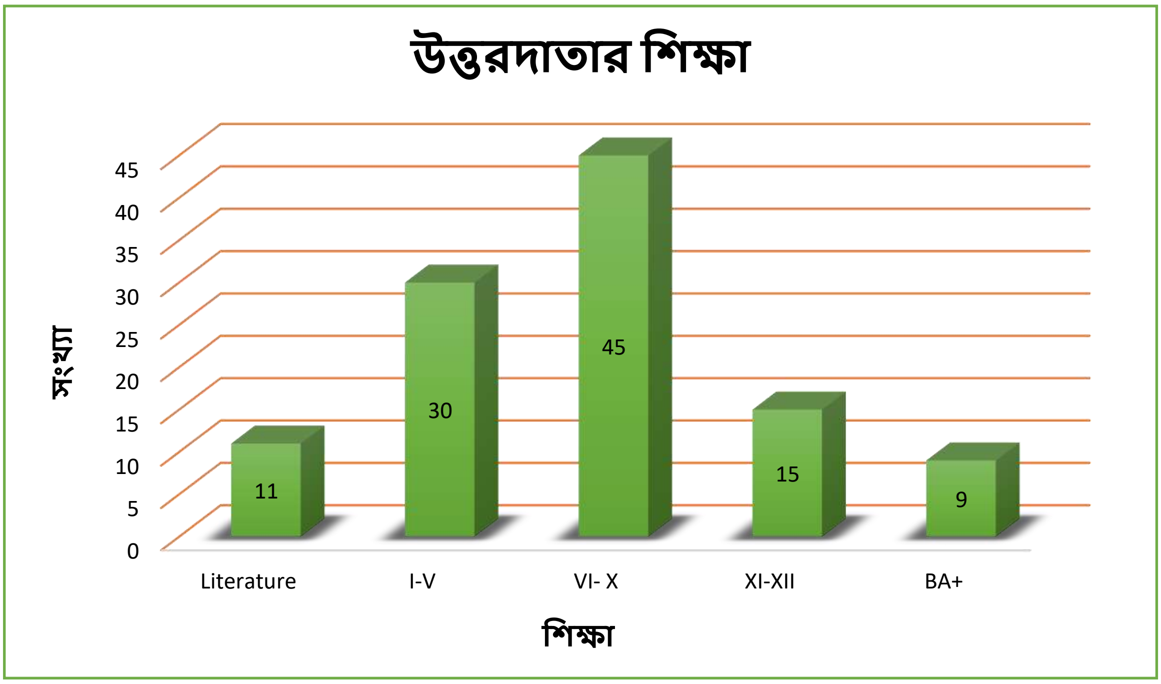

উপরোক্ত সারণী থেকে যে চিত্র পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মোট ১১০ জন উত্তরদাতার মধ্যে Literature শিক্ষা ১১ জন যা মোটের ১০%। I-V পর্যন্ত শিক্ষা ৩০ জন যা মোটের ২৭.২৭%। VI-X পর্যন্ত শিক্ষা ৪৫ জন যা মোটের ৪০.৯০%। XI-XII পর্যন্ত শিক্ষা ১৫ জন যা মোটের ১৩.৬৩%। BA+ পর্যন্ত শিক্ষা ৯ জন যা মোটের ৮.১৮%। অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে VI-X পর্যন্ত শিক্ষা তুলনামূলক বেশি।

➢ সারণী – ১০ : উত্তরদাতার যৌতুকের উপকৌশল

যৌতুকের উপকৌশল	সংখ্যা	শতাংশ
গয়না	১৩	১১.৮১%
আসবাস পত্র	১৯	১৭.২৭%
যানবাহন	০	০%
নগদ টাকা	৩২	২৯.০৯%
গৃহপালিত পশু	০	০%
কিছু না নেওয়া	৪৬	৪১.৮১%
মোট	১১০	১০০%

সূত্র :- ক্ষেত্র সমীক্ষা

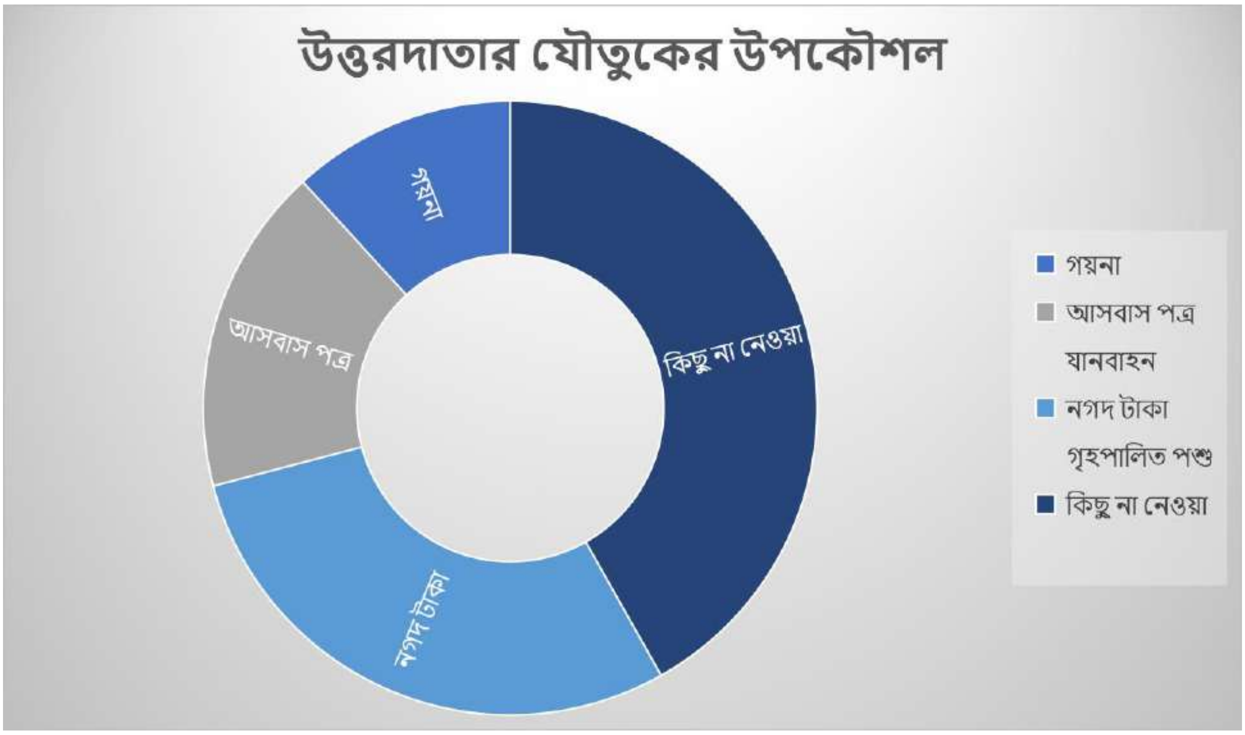

উপরোক্ত সারণী থেকে যে চিত্র পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মোট ১১০ জন উত্তরদাতার মধ্যে বিয়েতে গয়না যৌতুক নিয়েছেন ১৩ জন যা মোটের ১১.৮১%। আসবাবপত্র যৌতুক নিয়েছেন ১৯ জন যা মোটের ১৭.২৭%। যানবাহন যৌতুক নিয়েছেন ০ জন যা মোটের ০%। নগদ টাকা যৌতুক নিয়েছেন ৩২ জন যা মোটের ২৯.০৯%। গৃহপালিত পশু যৌতুক নিয়েছেন ০ জন যা মোটের ০%। কিছু যৌতুক নেননি এমন উত্তরদাতা রয়েছে ৪৬ জন যা মোটের ৪১.৮১%। অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কিছু না নেওয়া উত্তরদাতার সংখ্যা তুলনামূলক বেশি।

➢ সারণী - ১১ : উত্তরদাতার বিবাহের বয়স

বিবাহের বয়স	সংখ্যা	শতাংশ
১১-১৫	১৪	১২.৭২%
১৬-২০	৬১	৫৫.৪৫%
২১-২৫	১৬	১৪.৫৪%
২৬+	১৬	১৪.৫৪%
অবিবাহিত	৩	২.৭২%
মোট	১১০	১০০%

সূত্র :- ক্ষেত্র সমীক্ষা

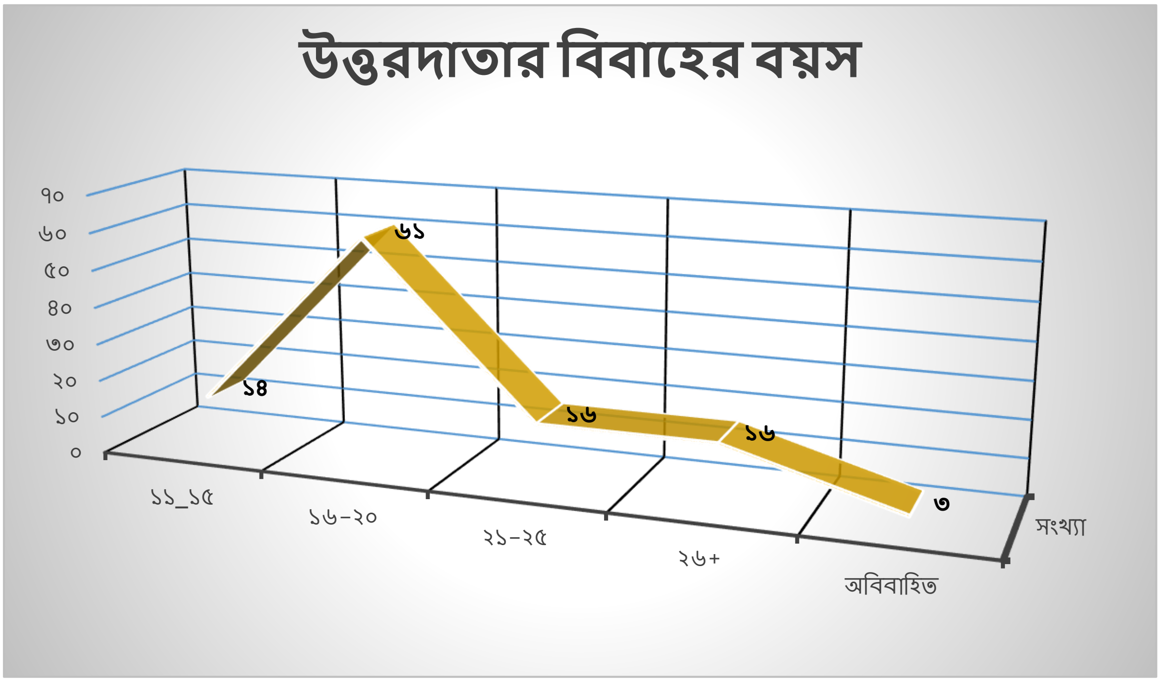

উপরোক্ত সারণী থেকে যে চিত্র পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মোট ১১০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১১-১৫ বছর বয়সে বিবাহ করেছেন ১৪ জন যা মোটের ১২.৭২%। ১৬-২০ বছর বয়সে বিবাহ করেছেন ৬১ জন যা মোটের ৫৫.৪৫%। ২১-২৫ বছর বয়সে বিবাহ করেছেন ১৬ জন যা মোটের ১৪.৫৪%। ২৬+ বছর বয়সে বিবাহ করেছেন ১৬ জন যা মোটের ১৪.৫৪%। অবিবাহিত রয়েছে ৩ জন যা মোটের ২.৭২%। অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ১৬-২০ বছর বয়সে বিবাহের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি।

তৃতীয় অধ্যায়

❖ জীবন বৃত্তি (Case–Study)

Case-Study -1

নাম- গোপাল দাস

বয়স- ৫০

জাতি- হিন্দু

ধর্ম- সনাতন

পেষা- চাষবাস

শিক্ষাগত যোগ্যতা- মাধ্যামিক

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুর ব্লকের অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামের গোপাল দাস নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে পনপ্রথা বিষয় নিয়ে এক ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পারলাম কাঁচা বাড়িতে থাকা এক যৌথ পরিবার ৫ জন সদস্য নিয়ে বসবাস। ১৯৯৫ সালে ২৪ বছর বয়সে বিয়ে করেন। তখন তার স্ত্রীর বয়স ছিল ১৯ তিনি পনপ্রথা সম্পর্কে অবগত হলেও তিনি জানিয়েছেন তিনি বিয়েতে কোন প্রকার পন নেননি। পন না নিয়েও তাদের স্বামি স্ত্রীর সম্পর্ক খুব সুন্দর, পনের জন্য তাদের বাড়িতে কোন প্রকার সমস্যা হয়নি। তিনি জানিয়েছেন পনপ্রথার জন্য আমাদের সমাজ দায়ী। বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে তিনি পনপ্রথা কে সমর্থন করছেন না। তিনি তার মেয়ের বিয়ে ২২-২৪ বছর বয়সে দেবেন। এবং কোন পন না দিয়ে বিয়ে দেবেন ঠিক করেছেন। তিনি জানিয়েছেন শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে পনপ্রথা দূর করা যাবে। তাহার মনে হয়েছে পনপ্রথা একটি ঘৃণাযুক্ত সামাজিক অভিষাপ। পনপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। নাহলে পণপ্রথার প্রভাবে বধূ নির্যাতনের সংখ্যা বাড়ছে। ও পনপ্রথার কারনে সমাজে নোংরামি বেড়ে গেছে। তিনি তার পরামর্শে জানিয়েছেন প্রতিটা ব্যক্তি মানসিক দিক ঠিক রাখতে পারলে সমাজ থেকে পণপ্রথা দূর করা যাবে।

Case-Study -2

নাম- মদনচন্দ্র দাস অধিকারী

বয়স- ৭০

ধর্ম- বৈষ্ণব

জাতি- হিন্দু

পেষা- চুলের কাজ

শিক্ষাগত যোগ্যতা- IV

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুর ব্লকের অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামের মদনচন্দ্র দাস অধিকারী নামে এক হিন্দু বৈষ্ণব এর বাড়িতে পনপ্রথা বিষয় নিয়ে এক ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পারলাম কাঁচা বাড়িতে থাকা এক যৌথ পরিবার। তিন মেয়েকে বিয়ে দিয়ে এখন স্বামী স্ত্রী দুজন থাকেন। ৭০ বছর বয়সি মদনচন্দ্র দাস অধিকারীর বিবাহের সাল মনে না থাকলেও, তিনি ২১ বছর বয়সে বিবাহ করেন। তখন তার স্ত্রীর বয়স ছিল ১৮। তিনি পণপ্রথা সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত। বিয়ের সময় পন হিসেবে একটি আংটি নিয়েছিলেন। আর কিছুই নেননি। এখন স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক খুবই সুন্দর বলে জানিয়েছেন। বিয়ের পর পনের জন্য কোনো সমস্যা হয়নি তাদের। তাহার মনে হয়েছে এই পন প্রথার জন্য আমাদের সমাজ ই দায়ী। তিনি বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে পনপ্রথা কে সমর্থন করেননি। তাহার মনে হয় পন দিলে মেয়েরা শ্বশুর বাড়িতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয়। আবার সম্পূর্ণ পন দিতে না পারার জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ ও দেখা গেছে। তিনি ২১ বছর বয়স এর পর তাহার তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। এবং কোন প্রকার পন না দিয়ে সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছেন সমাজের সচেতনতার মাধ্যমে এই পণপ্রথা দূর করা সম্ভব। তিনি পনপ্রথা কে ঘৃণাযুক্ত সামাজিক অভিষাপ বলে জানিয়েছেন। তিনি মনে করেন অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অশিক্ষা, দারিদ্রতা পনপ্রথার একমাত্র কারন। তিনি পন দেওয়া ও নেওয়ার বিপক্ষে। তাহার মনে হয় পনপ্রথার জন্যই বাবা মা মেয়ের জন্ম দিতে চাননা। সরকারের পনপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। পনপ্রথার প্রভাবে বধূ নির্যাতন হচ্ছে বলে তাহার ধারনা।

Case-Study -3

নাম- মৌমিতা চাওলা বেরা

বয়স- ৩৬

ধর্ম- হিন্দু

জাতি- জেনারেল

পেষা- চাষবাস

শিক্ষাগত যোগ্যতা- নেই

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুর ব্লকের অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামের এক গৃহবধূ মৌমিতা চাওলা বেরা এর বাড়িতে পনপ্রথা বিষয় নিয়ে এক ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পারলাম কাঁচা বাড়িতে থাকা এক যৌথ পরিবার। ৪ জন সদস্য নিয়ে বসবাস। বাড়ির প্রধান কর্তা মৌমিতা চাওলা বেরার স্বামী রনপদ বেরা। চাষবাস করে জীবিকা নির্বাহ করেন। ২০০৫ সালে ১৮ বছর বয়সে বিয়ে করেন এবং বিয়ের সময় স্বামীর বয়স ছিল ২১ বছর। বিয়েতে তাহার বাপের বাড়ি থেকে কোন রকম পন দিতে হয়নি। পন না দিয়েও স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক খুবই ভালো। বিয়ের পর ও বাবার বাড়িতে পনের জন্য কোন সমস্যা হয়নি। এবং এখন ও কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। তাহার মনে হয় এই পনপ্রথার জন্য আমাদের সমাজ দায়ী। বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে তিনি পণপ্রথা কে সমর্থন করছেন না। তাহার মেয়ে সন্তান কে তিনি কোন প্রকার পন না দিয়েই সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করে ২৫ বছর বয়সে বিয়ে দিতে চাইবেন। তাহার মনে হয় সমাজে সচেতনতার মাধ্যমে পণপ্রথা দূর করা যাবে। পনপ্রথা একটি ঘৃণাযুক্ত সামাজিক অভিষাপ। তিনি পন দেওয়া ও নেওয়ার বিপক্ষ। তিনি জানিয়েছেন সরকারের পনপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। পনপ্রথার প্রভাবে বধূ নির্যাতন হচ্ছে বলে তাহার মনে হয়। তিনি তার পরামর্শে জানিয়েছেন সমাজ সচেতন হলে পণপ্রথা দূর করা যাবে।

Case-Study -4

নাম- তারামনি মাইতি

বয়স- ২৭

ধর্ম- হিন্দু

জাতি- জেনারেল

পেষা- গৃহবধূ

শিক্ষাগত যোগ্যতা- XII

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুর ব্লকের অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামের এক গৃহবধূ তারামনি মাইতি এর বাড়িতে পনপ্রথা বিষয় নিয়ে এক ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পারলাম পাকা বাড়িতে থাকা ৯ জন সদস্য নিয়ে এক যৌথ পরিবার। বাড়ির প্রধান কর্তা পূর্ণেন্দু মাইতি। তারামনি মাইতি ২০১৪ সালে ১৮ বছর বয়সে বিয়ে করেন। তখন তার স্বামীর বয়স ছিল ২৭ বছর। তিনি পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত আছেন। কিন্তু তার বিয়েতে কোন প্রকার পন দিতে হয়নি। পন না দিয়েও স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক খুবই সুন্দর। পনের জন্য বাবার বাড়িতে বা শ্বশুর বাড়িতে কোন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। তাকে এখনও কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। তিনি মনে করেন পনপ্রথার জন্য কোন পরিবারের আর্থিক সংকট মোচন হয়ে থাকে। তিনি এ ও দেখেছেন যে সম্পূর্ণ পন দিতে না পারার কারনে বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ছে। তাহার মেয়ে সন্তান হলে কোন প্রকার পন না দিয়ে ২২ বছর বয়সে মেয়ের বিয়ে দেবেন। এবং বিয়ে দেওয়ার সময় সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করবেন। তিনি জানিয়েছেন সমাজে সচেতনতার মাধ্যমে পণপ্রথা দূর করা যাবে। তিনি পনপ্রথা কে একটি ঘৃণাযুক্ত সামাজিক অভিষাপ ও একটি জলন্ত বিষয় বলে মনে করেন। তিনি এ ও মনে করেন অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অশিক্ষা, দারিদ্রতা পনপ্রথার একমাত্র কারন। পনপ্রথার জন্যে বাবা মায়েরা মেয়ের জন্ম দিতে চায় না ও পনপ্রথা মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তিনি জানিয়েছেন পনপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। পনপ্রথার প্রভাবে বধূ নির্যাতন ক্রমশ বাড়ছে। তিনি তার পরামর্শে জানিয়েছেন সমাজে সবাই একত্রিত হয়ে যৌথ পদক্ষেপ গ্রহন করলে সমাজে পণপ্রথা দূর করা যাবে।

Case-Study -5

নাম- সুদিপ্তা মাইতি দাস

বয়স- ৩১

ধর্ম- হিন্দু

জাতি- জেনারেল

পেষা- গৃহবধূ

শিক্ষাগত যোগ্যতা- B.SC

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চণ্ডীপুর ব্লকের মুরাদপুর গ্রামের এক গৃহবধূ সুদিপ্তা মাইতি দাস এর বাড়িতে পনপ্রথা বিষয় নিয়ে এক ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পারলাম কাঁচা বাড়িতে থাকা ৫ জন সদস্য নিয়ে এক যৌথ পরিবার। পরিবারের প্রধান কর্তা রোহিণি দাস অধিকারী। সুদিপ্তা B.SC পড়া শেষ করে ২০২০ সালে ২৮ বছর বয়সে বিবাহ করেন। তখন স্বামীর বয়স ছিল ৩২ বছর। পণপ্রথা সম্পর্কে তিনি অবগত হলেও বিয়েতে কোন প্রকার পন না দিয়ে বিবাহ করেন। স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক খুবই সুন্দর। বিয়ের পর পনের জন্য বাবার বাড়িতে বা শ্বশুর বাড়িতে কোন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি বলে জানিয়েছেন। তাহার মতে পনপ্রথার জন্য মেয়ের বাড়ি ও ছেলের বাড়ির লোক দায়ী। বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে তিনি পণপ্রথা কে সমর্থন করছেন না। তিনি মনে করেন পণপ্রথা করে পরিবারের আর্থিক সংকট মোচন করে থাকেন, ও সম্পূর্ণ পন দিতে না পারার জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ছে। যেহেতু তিনি কোন প্রকার পন না দিয়ে বিয়ে করছেন। তাই তাহার মেয়ে সন্তান থাকলে কোন প্রকার পন না দিয়েই ২২ বছর বয়সের পর বিয়ে দেবেন। বিয়ের সময় সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করবেন। তিনি জানিয়েছেন সমাজে সচেতনতার মাধ্যমে পণপ্রথা দূর করা সম্ভব। তিনি পণপ্রথা কে একটি ঘৃণাযুক্ত সামাজিক অভিষাপ ও জলন্ত বিষয় বলে মনে করেন। তিনি মনে করেন অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অশিক্ষা, দারিদ্রতা পনপ্রথার একমাত্র কারন। তিনি পন দেওয়া ও নেওয়ার বিপক্ষে। তিনি মনে করেন পনপ্রথার জন্য বাবা মায়েরা মেয়ের জন্ম দিতে চায় না ও পণপ্রথা মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তিনি জানিয়েছেন পনপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। ও বিয়ের সময় তিনি পন নয় বিষয়টিকে তরান্বিত করতে চান। পনপ্রথার প্রভাবে বধূ নির্যাতন হতে বেশি দেখা যাচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন সবাই একত্রিত হলে পণপ্রথা দূর করা সম্ভব।

Case-Study - 6

নাম- টুনা গিরি

বয়স- ২৯

ধর্ম- হিন্দু

জাতি- জেনারেল

পেষা- গৃহবধূ

শিক্ষাগত যোগ্যতা- মাধ্যামিক

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুর ব্লকের অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামের এক গৃহবধূ টুনা গিরি এর বাড়িতে পনপ্রথা বিষয় নিয়ে এক ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পারলাম পাকা বাড়িতে ৫ জন সদস্য নিয়ে থাকা এক যৌথ পরিবার। বাড়ির প্রধান কর্তা গণেশ গিরি পেষায় একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। বাৎসরিক আয় ১৮০,০০০ টাকা, টুনা গিরি ১৭ বছর বয়সে ২০১২ সালে বিয়ে করেন। বিয়ের সময় তার স্বামীর বয়স ছিল ২৫ বছর তিনি পণপ্রথা সম্পর্কে অত্যন্তই অবগত। বিয়ের সময় তার বাবার বাড়ি থেকে পন হিসাবে খাট, আলমারি ও গয়না দিয়েছিল। এখন স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক খুবই ভালো। পনের জন্য তাহার বাবার বাড়িতে ও শ্বশুর বাড়িতে কোন সমস্যা হয়নি। তাহার মতে পনপ্রথার জন্য সমাজ ও ছেলের বাড়ির লোক দায়ী বলে জানিয়েছেন। তিনি বর্তমান সমাজে পনপ্রথা কে সমর্থন করছেন না। তিনি মনে করেন পনপ্রথার জন্য কোন পরিবারের আর্থিক সংকট মোচন করে। তিনি জানিয়েছেন মেয়ের বিয়ের সময় পন দেবেন। ও মেয়ের বিয়ে ২৫ বছর বয়সে দেবেন। ও বিয়েতে সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করবেন। তিনি জানিয়েছেন সমাজে সচেতনতার মাধ্যমে পণপ্রথা দূর করা যাবে। তিনি পণপ্রথা কে ঘৃণাযুক্ত সামাজিক অভিষাপ ও একটি জলন্ত বিষয় বলে মনে করেন। তিনি আরও মনে করেন যে অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অশিক্ষা, দারিদ্রতা পনপ্রথার একমাত্র কারন। এই পনপ্রথার জন্যই বাবা মায়েরা মেয়ের জন্ম দিতে চায় না। পণপ্রথা মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তিনি পন দেওয়া ও নেওয়ার পক্ষে নয়। তাই তিনি জানিয়েছেন পনপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এর প্রভাবে বধূ নির্যাতন ও বধূ হত্যার সংখ্যা বাড়ছে। তিনি তার পরামর্শে জানিয়েছেন সমাজ সচেতনতার মাধ্যমে এই পণপ্রথা দূর করা যাবে।

Case-Study- 7

নাম- স্বপন ধাঁড়া

বয়স- ৪৩

ধর্ম- হিন্দু

জাতি- SC

পেষা- চাষবাস/ দোকান আছে

শিক্ষাগত যোগ্যতা- মাধ্যামিক

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুর ব্লকের অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামের স্বপন ধাঁড়া নামে এক ব্যক্তির কাছে পনপ্রথা বিষয় নিয়ে এক ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পারলাম পাকা বাড়িতে থাকা ৫ জন সদস্য নিয়ে থাকা এক একক পরিবার। তিনিই বাড়ির প্রধান কর্তা। পেষা চাষবাস করা ও নিজস্ব দোকান রয়েছে। বাৎসরিক আয় ২,৪০,০০০ টাকা। ২০ বছর বয়সে ২০০০ সালে তিনি বিবাহ করেন। তখন তাহার স্ত্রীর বয়স ১৫ বছর। তিনি পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত। বিয়েতে পন হিসেবে টাকা ও গয়না নিয়েছেন তিনি। এখন স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক খুবই ভালো। পনের জন্য বাবার বাড়িতে ও শ্বশুর বাড়িতে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়নি। তিনি পনপ্রথার জন্য সমাজকে দায়ী বলে মনে করেন। তিনি বর্তমান সমাজে দাড়িয়ে পণপ্রথা কে সমর্থন করছেন না। তাহার মেয়ে হলে ২৫ বছর বয়সে কোন পন না দিয়ে সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করে বিয়ে দেবেন। তিনি মনে করেন সচেতনতার মাধ্যমে পণপ্রথা দূর করা সম্ভব। তাহার মতে পণপ্রথা একটি ঘৃণাযুক্ত সামাজিক অভিষাপ ও একটি জলন্ত বিষয় বলে জানিয়েছেন। তিনি পন দেওয়া ও নেওয়ার বিপক্ষে। তিনি মনে করেন পনপ্রথার জন্য বাবা মায়েরা মেয়ের জন্ম দিতে চায় না। পণপ্রথা মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তিনি জানিয়েছেন পনপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। পনপ্রথার প্রভাবে বধূ নির্যাতন বা বধূহত্যা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তিনি তার পরামর্শে জানিয়েছেন সচেতনতার মাধ্যমে পণপ্রথা দূর করা যাবে।

Case-Study -8

নাম- দেবলীনা দাস

বয়স- ৪২

ধর্ম- হিন্দু

জাতি- SC

পেষা- গৃহবধূ

শিক্ষাগত যোগ্যতা- VIII

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুর ব্লকের অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামের দেবলীনা দাস নামে এক গৃহবধূ বাড়িতে পনপ্রথা বিষয় নিয়ে এক ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পারলাম ৪ জন সদস্য নিয়ে পাকা বাড়িতে থাকা এক একক পরিবার। বাড়ির প্রধান কর্তা সায়ন দাস। পরিবারের বাৎসরিক আয় ১,২০,০০০ টাকা। দেবলিনা দাস ২০০১ সালে ২০ বছর বয়সে বিবাহ করেন। তখন তাহার স্বামীর বয়স ছিল ২৪ বছর। তিনি পণপ্রথা সম্পর্কে অত্যন্তই অবগত। বিয়ের সময় বাবার বাড়ি থেকে পন হিসেবে গয়না, টাকা ও জমি দিয়েছিলেন। এখন স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো। বিয়ের পর পনের জন্য বাবার বাড়িতে সমস্যা হয়েছিল। শুধু ঘন ঘন ঝগড়া হত। পরিবারের মধ্যে তিনি শারিরীক ভাবে অত্যাচারিত হয়েছেন। এই অত্যাচার নিজের স্বামী করতেন। তিনি এই বিষয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন ঝগড়া করে। তবে এখন পনের জন্য কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। তিনি মনে করেন পনপ্রথার জন্য ছেলের বাবা ও মা দায়ী। তিনি বর্তমান সমাজে দাড়িয়ে পণপ্রথা কে সমর্থন করছেন না। তিনি মনে করেন পণপ্রথা কোন পরিবারের আর্থিক সংকট মোচন করে। ও পনদিলে মেয়েরা শ্বশুর বাড়িতে বেশি মর্যাদা পায়। তিনি এমন ও অনেক দেখেছেন যে সম্পূর্ণ পন দিতে না পারার জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ছে। তাহার যদি মেয়ে সন্তান হয় তার বিয়ে ২৫ বছর বয়সে দেবেন ও পন দিয়ে বিয়ে দেবেন। এবং সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করবেন। তিনি মনে করেন সচেতনতার মাধ্যমে পণপ্রথা দূর করা যাবে। তিনি পণপ্রথা কে একটি ঘৃণাযুক্ত সামাজিক অভিষাপ ও একটি জলন্ত বিষয় বলে মনে করেন। এছাড়াও তাহার মনে হয় অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অশিক্ষা, দারিদ্রতা, পনপ্রথার একমাত্র কারন। তিনি পন দেওয়া ও নেওয়ার পক্ষে নয়। তিনি মনে করেন পনপ্রথার জন্য বাবা মায়েরা মেয়ের জন্ম দিতে চায় না। ও পণপ্রথা মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। পনপ্রথার প্রভাবে বধূ নির্যাতন হয়ে থাকে বলে জানিয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন পনপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তিনি তার পরামর্শে জানিয়েছেন মানুষ সচেতন হলেও পণপ্রথা দূর করা সম্ভব।

Case-Study - 9

নাম- কবিতা গায়েন

বয়স- ৬১

ধর্ম- হিন্দু

জাতি- জেনারেল

পেষা- গৃহবধূ

শিক্ষাগত যোগ্যতা- মাধ্যামিক

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুর ব্লকের অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামের কবিতা গায়েন নামে এক গৃহবধূ এর বাড়িতে পনপ্রথা বিষয় নিয়ে এক ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পারলাম। ২ জন সদস্য নিয়ে কাঁচা বাড়িতে থাকা এক একক পরিবার। স্বামী মারা যেতে এখন তিনি নিজেই বাড়ির কর্তী। বাৎসরিক আয় ৭২,০০০ টাকা। ১৯৯০ সালে ২৯ বছর বয়সে বিবাহ করেন তখন তার স্বামীর বয়স ছিল ৩১। তিনি পণপ্রথা সম্পর্কে অত্যন্তই অবগত। বিয়ের জন্য কোন পন দিতে হয়নি তাকে। তিনি মনে করেন পনপ্রথার জন্য ছেলে ও মেয়ে উভয়পক্ষের বাড়ির লোক দায়ী। তিনি বর্তমান সমাজে দাড়িয়ে পনপ্রথা কে সমর্থন করেন না। তিনি মনে করেন পনপ্রথার জন্য কোন পরিবারের আর্থিক সংকট মোচন করে থাকে। তিনি এমন ও অনেক দেখেছেন যে সম্পূর্ণ পন দিতে না পারার কারনে বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে। তাহার মেয়ে সন্তান হলে পন দিয়ে বিয়ে দেবেন ও ২১ বছর বয়সে সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করে বিয়ে দেবেন। তিনি জানিয়েছেন জনমত গঠনের মাধ্যমে পণপ্রথা দূর করা যাবে। তিনি পনপ্রথা কে একটি ঘৃণাযুক্ত সামাজিক অভিষাপ ও জলন্ত বিষয় বলে মনে করেন। তিনি পন দেওয়া ও নেওয়ার পক্ষে নয়। তিনি মনে করেন পণপ্রথা মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। ও পনপ্রথার প্রভাবে বধূ নির্যাতন হচ্ছে। তাই তিনি জানিয়েছেন সরকারের পনপ্রথার বিরুধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তিনি তার পরামর্শে জানিয়েছেন সমাজে সবাই একজোট হলে পণপ্রথা দূর করা সম্ভব।

Case-Study - 10

নাম- মঞ্জশ্রী ধাঁড়া

বয়স- ৪৫

ধর্ম- হিন্দু

জাতি- জেনারেল

পেষা- গৃহবধূ

শিক্ষাগত যোগ্যতা- VII

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুর ব্লকের অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামের মঞ্জশ্রী ধাঁড়া নামে এক গৃহবধূ এর বাড়িতে পনপ্রথা বিষয় নিয়ে একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পারলাম বাড়ির প্রধান কর্তা সঙ্কর ধাঁড়া। ৪ জন সদস্য নিয়ে পাকা বাড়িতে থাকা এক যৌথ পরিবার। পরিবারের বাৎসরিক আয় ১,৮০,০০০ টাকা। মঞ্জশ্রী ধাঁড়া ১৯৯৫ সালে ১৭ বছর বয়সে বিবাহ করেন। তখন তার স্বামীর বয়স ছিল ২২ বছর তিনি পণপ্রথা সম্পর্কে অত্যন্তই অবগত। তার বিয়ের সময় কোনরকম পন দিতে হয়নি। পন না দেয়েও স্বামীর স্ত্রীর সম্পর্ক এখন খুবই ভালো। বিয়ের পর পনের জন্য ও বাবার বাড়িতে কোন সমস্যা হয়নি। এখনও পনের জন্য কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। তিনি পনপ্রথার জন্য সমাজকে দায়ী বলে মনে করেন। বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে তিনি পণপ্রথা কে সমর্থন করছেন না। তিনি মনে করেন পণপ্রথা কোন পরিবারের আর্থিক সংকট মোচন করে, ও পন দিলে মেয়েরা শ্বশুর বাড়িতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয়। তিনি এমন ও অনেক ক্ষেত্রে দেখেছেন যে সম্পূর্ণ পন দিতে না পারার কারনে বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ছে। তার মেয়ে সন্তান হলে পন দিয়ে বিয়ে দেবেন ও ২১ বছর বয়সের পর সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করেই বিয়ে দেবেন। তিনি জানিয়েছেন সচেতনতার মাধ্যমে পণপ্রথা দূর করা যাবে। তিনি পণপ্রথা কে একটি ঘৃণাযুক্ত সামাজিক অভিষাপ ও জলন্ত বিষয় বলে মনে করেন। তিনি পন দেওয়া ও নেওয়ার বিপক্ষে। তিনি মনে করেন অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অশিক্ষা দারিদ্রতা পনপ্রথার একমাত্র কারন। ও পনপ্রথার জন্যই বাবা মায়েরা মেয়ের জন্ম দিতে চান না। পণপ্রথা মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। পনপ্রথার প্রভাবে বধূ নির্যাতন হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তাই তিনি জানান যে পনপ্রথার বিরুদ্ধে সরকারের আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তিনি তার পরামর্শে জানান যে শিক্ষা ও মানুষদের বোঝালে পণপ্রথা দূর করা যাবে।

চতুর্থ অধ্যায়

❖ সারাংশ ও উপসংহার (Substance & Conclusion)ঃ

আমি মুরাদপুর গ্রামের ওপর যে গবেষণা মুলক অনুসন্ধান করেছিলাম এই গবেষণা লব্ধ পধতিটি চারটি অধ্যায়ের মাধ্যমে সমাপ্ত করা হয়েছে। এই চারটি অধ্যায় হল-

প্রথম অধ্যায়, ভুমিকাতে সামাজিক সমস্যা এর প্রকারভেদ ও পণপ্রথা যে সামাজিক সমস্যা সেটি ওখানে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। এই বিষয়টি সামাজিক সমস্যা সেই দিকটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি। এর মধ্যে যে পয়েন্ট গুলো হাইলাইট করেছি। যেমন- বিষয় নির্বাচন, গবেষণার উদ্দেশ্য, পুস্তক পর্যালোচনা, গবেষণালব্ধ পদ্ধতি। এবং সর্বশেষে এই বিষয়টি সম্পর্কে যখন তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম তখন নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। সেই সমস্যাগুলিকে এখানে অসুবিধার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়, যেখানে আমরা প্রশ্নমালা বা Questioner তৈরি করেছিলাম তাতে যে সকল Question ছিল সেই Question গুলো উত্তরদাতাকে করার সময় যে উত্তরগুলি সংগ্রহ করেছি সেগুলি ওখানে সারনির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে দেখিয়েছি।

তৃতীয় অধ্যায়ে, আমি গভীরভাবে Study করেছি যা Case-Study বা জিবনব্‌ত্তি, আমি এখানে দশটি পরিবারের জীবনবৃত্তি তুলে ধরেছি। তাদের জীবনের প্রথম থেকে আমাদের গবেষণার দিন পর্যন্ত তার জীবনে যা যা ঘটেছে তা সমস্ত কিছুই গভীরভাবে Case-Study এর মধ্যে তুলে ধরেছি। এখানে আমি একটি মানুষের সাথে অপর মানুষের জীবনের মধ্যে পার্থক্য দেখেছি। সবার জীবন যে একই রকম তা কিন্তু নয়।

সারসংক্ষেপ ও উপসংহার হল চতুর্থ অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

উপসংহারে যে সমস্ত বিষয়গুলি আমরা আলোকপাত করেছি তার মধ্যে অন্যতম হল পনপ্রথার কারন ও ফলাফল। গবেষণা করে যে তথ্যগুলো পেয়েছি সে তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে বুঝতে পেরেছি সেই কারন গুলোর জন্য পণপ্রথা এখনও রয়েছে। যেমন একটি কারন হল, "সৌন্দর্যের অভাবে "; কোন ও মেয়ে দেখতে খারাপ হলে তার সহজে বিয়ে হতে চায় না। তাই অতিরিক্ত মাত্রায় পন দিয়ে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। সেখানেই আমি থেমে থাকিনি পনপ্রথার যে বিভিন্ন রকমের প্রভাব দেখা যায় সেই প্রভাবগুলো গ্রামে কিছু কিছু মানুষের মধ্যে দেখা গেছে। তা খোঁজার চেষ্টা করেছি।

উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি পণপ্রথা একটি সামাজিক কু-প্রথা। এই সামাজিক কু-প্রথা কে বন্ধ করার জন্য একজন সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকারী হিসেবে আমি মনে করি যে এই কু-প্রথা কে বন্ধ করার জন্য নিম্নলিখিত উপায় গুলি অবলম্বন করা উচিত বলে আমার মনে হয়েছে।

১) মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করা উচিত।

২) সরকারের এগিয়ে আসা উচিত।

৩) সামাজিক সচলতা জানানো উচিত।

৪) পনপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

৫) সামাজিক সচলতা মূলক কর্মশালা, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে বেশী বেশী আয়োজন করতে হবে।

৬) যৌতুক না দিয়ে বিবাহ করা উচিত।

পণপ্রথা যে একটি সামাজিক ব্যাধি এটি সার্বজন বিহিত। এবং মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথা নিয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে আমিও ব্যর্থ হয়েছি যে পণপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। এই সামাজিক ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদেরকে সচেতন হতে হবে, শুধু আমাদেরকে সচেতন হলে হবে না, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ক্লাব, সভা, সমিতি, মহিলা সমিতি, সংগঠন এবং সর্বোপরি সরকার পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ এবং আমাদের জনপ্রতিনিধিদের এগিয়ে এসে সচেতনতার শিবির তৈরি করতে হবে। যাতে মানুষ পণপ্রথার খারাপ দিকগুলো জানতে পারে এবং পণপ্রথার খারাপ প্রভাব আমাদের জীবনে পড়লে জীবন নষ্ট হয়ে যাবে বা সমাজ নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং এক কথায় সমাজকে রক্ষা করতে গেলে মানুষের মধ্যে সচেতনতা শিবির তৈরি করতে হবে। এবং এই সচেতনতা শিবির তৈরি করার জন্য বিভিন্ন সংগঠনগুলোকে সাদরে আমন্ত্রণ করতে হবে। এবং তাদেরকে সইচ্ছায় এগিয়ে আসতে হবে।

পরিশিষ্ট
(Appendix)

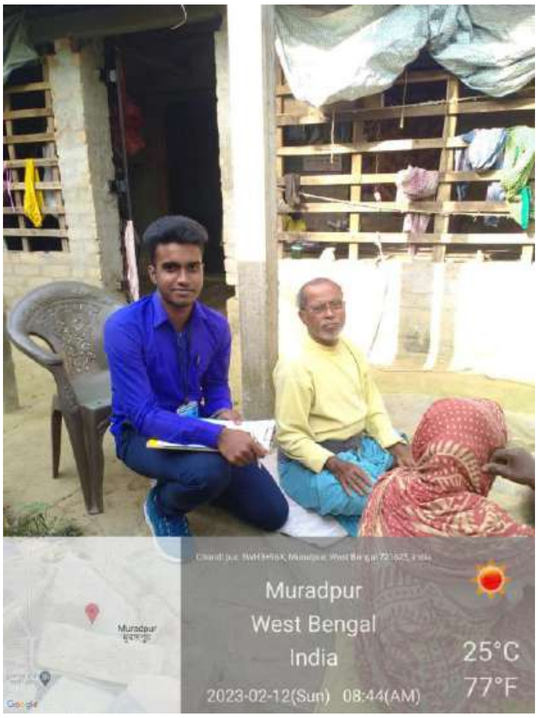

3WJ3+5C4, Nankar Chak, West Bengal 721625, India
Nankar Chak
West Bengal
India
25°C
77°F
2023-02-12(Sun) 08:27(AM)

GPS Map Camera
Nankar Chak, West Bengal, India
3WH2+W5C, Nankar Chak, West Bengal
721625, India
Lat 22.080264°
Long 87.901758°
12/02/23 09:40 AM GMT +05:30
Google

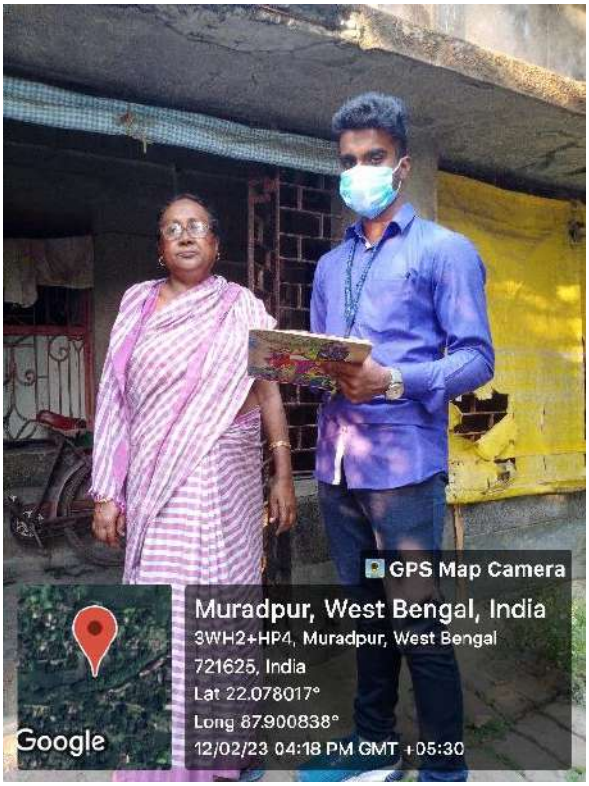
GPS Map Camera
Muradpur, West Bengal, India
3WH2+HP4, Muradpur, West Bengal
721625, India
Lat 22.078017°
Long 87.900838°
12/02/23 04:18 PM GMT +05:30
Google

HALDIA GOVERNMENT COLLEGE
হলদিয়া সরকারী মহাবিদ্যালয়
সমাজতত্ত্ব বিভাগ
প্রশ্নতালিকা (Schedule)
বিষয় : পনপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি
[Dowry as a Social Problem]

১) নাম :

২) বয়স :

৩) জাতি :

৪) ধর্ম :

৫) শিক্ষাগত যোগ্যতা :

৬) পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা :

৭) পরিবারের প্রধান কর্তা :

8) পরিবারের বার্ষিক আয় :

৯) বাড়ি : ১) কাঁচা ☐
২) পাকা ☐

১০) পেশা :

১১) পরিবারের ধরণ : ১) যৌথ ☐
২) একক ☐

১২) আপনার কত সালে বিয়ে হয়েছে ?

➡

১৩) আপনার কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে ?

➡

১৪) আপনার স্বামী / স্ত্রীর বিয়ের সময় কত বছর বয়স ছিল ?

➡

১৫) পনপ্রথা সম্পর্কে আপনি কি অবগত :

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

১৬) আপনার বিয়েতে কি পন দিতে হয়েছিল ? যদি হয় তাহলে কি কি ?

➡

➡

১৭) আপনার বাবার বাড়ির লোকেরা কি ভাবে পন দিয়েছিল ?

১) নগত টাকা ☐

২) জিনিসপত্র ☐

৩) উভয়ই ☐

১৮) আপনার সঙ্গে আপনার স্বামীর সম্পর্ক কি রকম ?

➡

১৯) বিয়ের পর পনের জন্য আপনার বাবার বাড়িতে কোনো সমস্যা হয়েছিল ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

২০) পনের জন্য আপনার বাবার বাড়িতে কোনো সমস্যা হয়েছিল ? যদি হয়ে থাকে তবে কি রকম সমস্যা হয়েছিল ?

➡

➡

২১) পরিবারের মধ্যে আপনি যে অত্যাচারিত হচ্ছেন তার ধরনবলী কীরকম ?

৩) শারিরিক ☐

২) মানসিক ☐

৩) উভয়ই ☐

২২) যদি আপনার অপর অত্যাচার হয়ে থাকে তাহলে কারা করেছিল ?

➡

২৩) যদি আপনার অপর অত্যাচার হয়ে থাকে, তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ স্বরুপ কোনো পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছিল ? যদি হয়ে থাকে তাহলে কি রকম ?

➡

➡

২৪) পনের জন্য এখনো কি আপনাকে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ?

➡

২৫) আপনার মতে পনপ্রথার জন্য কারা দায়ী ?

➡

২৬) বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে আপনি কি পনপ্রথাকে সমর্থন করেন ?

১) হ্যাঁ ☐ 2) না ☐

২৭) আপনার কি মনে হয় পনপ্রথা কোনো পরিবারের আর্থিক সংকট মোচন করে ?

১) হ্যাঁ ☐ 2) না ☐

২৮) পন দিলে কি মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয় ?

১) হ্যাঁ ☐ 2) না ☐

২৯) অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ পন দিতে না পারার কারনে বিবাহ বিচ্ছেদ কি বাড়ছে ?

১)হ্যাঁ ☐ 2) না ☐

৩০) আপনার মেয়ে সন্তান হলে আপনি কি পন দেবেন?

১)হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩১) আপনার মেয়ের বিয়ে কত বছর বয়সে দেবেন ?

➡

৩২) আপনার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময় আপনি কি সতর্কতা অবলম্বন করবেন?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৩) কি ভাবে সমাজে পনপ্রথা দূর করা যাবে ?

১) শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে ☐

২) জনমত গঠনের মাধ্যমে ☐

৩) যৌতুক বিহীন বিবাহের মাধ্যমে ☐

৪) সচেতনতার মাধ্যমে ☐

৩৪) আপনার মতে পনপ্রথা কি একটি ঘৃনাযুক্ত সামাজিক অভিষাপ ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৫)পনপ্রথা কি একটি জলন্ত বিষয় ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৬) আপনি কি মনে করেন অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অশিক্ষা, দারিদ্রতা পনপ্রথার একমাত্র কারন ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৭) আপনি কি পন দেওয়া ও নেওয়ার পক্ষে ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৮) আপনি কি মনে করেন পনপ্রথার জন্য বাবা/মায়েরা মেয়ের জন্ম দিতে চায় না ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৯) পনপ্রথা কি মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৪০) সরকারের কি পনপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যাবস্থা নেওয়া উচিত ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৪১) আপনি বিয়ের সময় 'পন নয় ' বিষয়টিকে তরান্বিত করতে চান ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৪২) পনপ্রথার প্রভাব গুলি কি কি ?

১) বধূ নির্যাতন ☐

২) বধূ হত্যা ☐

৩) অন্যান্য ☐

৪৩) পনপ্রথা কিভাবে দূর করা যাবে এই বিষয়ে আপনার পরামর্শ কি হতে পারে ?

➡

____

সমীক্ষকের স্বাক্ষর

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

(References)

1. Ahuja, M, 1996: ‘**Windose**’, New Age, New Delhi.
2. Ahuja, R, 1996: ‘**Sociological Criminology**’, New Age, New Delhi.
3. Ahuja, R, 1997: ‘**Social Problem In India**’, Rawat Publication, Joypur.
4. মহাপাত্র, অ, ২০০৬ : ‘**ভারতের সামাজিক সমস্যা**’, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা।
5. চৌধুরী, অ, ২০১৮: ‘**সাম্প্রতিক সমাজতত্ত্ব**’, চ্যাটার্জি পাবলিশার্স, কলকাতা।
6. https://eisamay.com
7. https://www.ebookbou.edu.BD
8. https://chaipatspbmahavidyaloya.ac.in
9. https://bn.vikaspedia.in
10. https://www.myallgarbage.com
11. https://bn.m.wikipedia.org
12. https://www.bishleshon.com
13. https://www.aponzonepatrika.com/news/ponprotha/19437
14. https://www.myallgarbage.com/2018/01/dowry-system.html
15. https://bn.vikaspedia.in/social-
16. https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE